CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-103 ■ 12 January, 2026 ■ আগরতলা ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব

দেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র পরাজিত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

রবিবার সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে একসাথে থাকার এবং দেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র পরাজিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ গুজরাটের প্রভাস পাটনে সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব উপলক্ষে বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের ভিক্সিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের অতীতের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সোমনাথ স্বাভিমান পর্বকে চিরকালীন বিশ্বাস এবং ভক্তির একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি শুধুমাত্র ইতিহাসের গৌরবের উদযাপন নয়, বরং সোমনাথ মন্দিরের চিরন্তন যাত্রাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জীবন্ত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ভারতীয় সভ্যতার মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের সভ্যতা অন্যদের পরাজিত করার শিক্ষা দেয় না, বরং অনেক ভালো জীবনযাপন করার শিক্ষা দেয়।' সোমনাথ মন্দিরের বিশ্বাস ঘৃণা বা ধ্বংসের নয়, বরং প্রেমের বার্তা দেয়, এমন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মন্দিরের ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণের বিষয়টি স্মরণ করে বলেন, গজনী থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত একাধিক আক্রমণের পরও সোমনাথ বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভিবিজি রামজি প্রকল্প বাতিল ও মন রেগা পুনর্বহালের দাবিতে

রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের ৪ ঘন্টার উপবাস ও অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কৈলাসহর / উদয়পুর, ১১ জানুয়ারি।। ভিবিজি রামজি প্রকল্প বাতিল করে মনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে শামিল হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে রবিবার আগরতলা সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গণ অনশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সদর জেলার উদ্যোগে 'মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এমজিএনরেগা আইন পুনর্বহালের দাবিতে এই জেলাভিত্তিক গণ অনশন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অনশন মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ভূমিকাকেও কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশের বার্ষিক রিপোর্টে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর পর এবার রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশককেও নিশানা করে তিনি দাবি করেন, পুলিশ কর্তারা মিথ্যা তথ্য তুলে ধরছেন। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের জন্য করুণা হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ফটিকরায়ের সাম্প্রতিক ঘটনা ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, রাজ্যে পুলিশের ভূমিকা ন্যাক্কারজনক। পুলিশ নিজেদের গরিমা রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন।

এদিন অনশন মঞ্চ থেকে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ রাজ্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমের ছাত্রীবাসে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। রবিবার সকালে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত দশরথ দেব মেমোরিয়াল রেসিডেন্সিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকা আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আচমকা আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আবাসনের ছাত্রীদের মধ্যে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দোতলায় অবস্থিত ছাত্রীদের আবাসনে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুনের জেরে ছাত্রীদের বইপত্র, খাতা, পোশাকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, এমনকি তাদের খাটও সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কোনও ছাত্রী হতাহত হননি বলে জানা গেছে। ঘটনার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নৈশ্য প্রহরীর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। রাতের আঁধারে এক নৈশপ্রহরীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বিশালগড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় নতুন টাউন হল এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল সাহা(৬৭)। তাঁর বাড়ি বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকায়।

জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে ডিউটিরত অবস্থায় টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তবে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছেতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জীবিত ব্যক্তির নামে ডেথ সার্টিফিকেট বের করে সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার দীনদয়াল পঞ্চায়েত থেকে। অভিযোগ, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহের মাধ্যমে পিতৃসম্পত্তি আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই ঘটনায় শাসক দলের এক মণ্ডল সম্পাদিকার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী শংকর চক্রবর্তী।

অভিযোগ অনুযায়ী, কমলাসাগর মণ্ডল সম্পাদিকা রীনা চক্রবর্তী, তাঁর স্বামী সুকুমার চক্রবর্তী ও দেবর পঙ্কজ চক্রবর্তী মিলিতভাবে শংকর চক্রবর্তীকে মৃত দেখিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করান। এরপর সেই নথির ভিত্তিতে পিতৃসম্পত্তি নিজেদের নামে নামজারি করিয়ে নেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী শংকর চক্রবর্তী জানান, তিনি কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বহিঃরাজ্যে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি বাড়িতে ফিরে পিতৃসম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েই বিষয়টি তার নজরে আসে। তখনই তিনি জানতে পারেন, কাগজে-কলমে তাকে মৃত দেখিয়ে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শংকর চক্রবর্তীর আরও অভিযোগ, ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাকে ভয়ভীতি দেখানো হয়। এমনকি তে দা ও ছুরি নিয়ে তার উপর হামলার চেষ্টাও করা হয় বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি, বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

বর্তমানে নিজেকে অসহায় অবস্থায় দেখে শংকর চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। তার দাবি, কীভাবে একজন জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হলো, তা খতিয়ে দেখে প্রশাসন যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। একই সঙ্গে তিনি তার পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

খেলাধুলা, যোগা ও সংস্কৃতি নেশার বড় প্রতিরোধক ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। খেলাধুলা, যোগা ও সংস্কৃতিই মাদকের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। খেলাধুলা শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়, এটি জীবনের এক গভীর দর্শন। মোহনপুর মণ্ডল কর্তৃক আয়োজিত অটল কাপ সিজন—২ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।পাশাপাশি তিনি রাজ্যকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিকে স্মরণ করতেই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, খেলাধুলা কেবল শরীর গঠনের মাধ্যম নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। অনেকেই মনে করেন রোগ না থাকলেই মানুষ সুস্থ, কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, যে ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলাদেশি তরুণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। মেলাঘর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশের এক তরুণী। অভিযোগকারিণী সুইটি আক্তার বর্তমানে সোনামুড়া থানার হেফাজতে রয়েছেন। তার দাবি, ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এনে বিয়ে করা হলেও পরে নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি চরম বিপাকে পড়েছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২১ সালে ফেসবুকে পরিচয় হয় মেলাঘর থানাধীন মোহনভোগ এলাকার বাসিন্দা হাসেম মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ সাগরের সঙ্গে। সুইটি আক্তারের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার উত্তর জয়পুর এলাকায়। পরিচয়ের পর সাগর তাকে ভারতে নিয়ে এসে বিয়ে করেন বলে অভিযোগ। তাদের একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে।

সুইটির অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পরই স্বামী প্রবাসে চলে যান। এরপর শ্বশুরবাড়িতে তিনি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। একপর্যায়ে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান। পরে আবার তাঁকে অবৈধভাবে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১৫ এর অধিক যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জানুয়ারি ।। খুমলুঙ থেকে পিকনিক সেরে সোনামুড়া বাড়ির যাওয়ার উদ্দেশ্যে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে। চড়িলাম ছেচুড়ীমাই এলাকায় ম্যাক্স ও সুইট গাড়ির সংঘর্ষ আহত হয় ১৫-র অধিক পিকনিক যাত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনার খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের নিয়ে আসলে তাদেরকে দ্রুত আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের রেফার করে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ম্যাক্স গাড়ির চালক।তবে চালক ইচ্ছাকৃত ভাবে এই দুর্ঘটনাটি করিয়েছে বলে জানান আহতদের পরিবার।পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনে।

শহরের উপকণ্ঠে উদ্ধার মানব কঙ্কাল চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। শহরের বুকে ফের মানব কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো আগরতলায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে বনকুমারী নাথপাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ও ফরেনসিক টিম।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার দুপুর আনুমানিক ১২টা নাগাদ পূর্ব আগরতলা থানায় খবর আসে যে বনকুমারী নাথপাড়া সংলগ্ন একটি জঙ্গল এলাকায় একটি মানব কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, কঙ্কালটি সম্ভবত কোনও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায় সায়দাবাড়ির ঘটনায়

অযথা রাজনৈতিক মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। সায়দাবাড়ির ঘটনায় অযথা রাজনৈতিক মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের কাজ করছে। রবিবার চুরাইবাড়ি সফরে গিয়ে উনকোটি জেলার অশান্তির প্রসঙ্গে বিরোধীদের অপবাদের জবাবে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন সায়দাবাড়ি এলাকায় সংঘটিত সাম্প্রতিক অশান্তির বিষয়টি প্রশাসন যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বিজেপির ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের এই অপবাদের জবাবে বলেন, সিপিআইএম শাসনামলেও মান্দাই ও খোয়াইয়ে এধরনের ঘটনা ঘটেছিল, এমনকি তাদের একজন মন্ত্রীও নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। তখন তারা কী ভূমিকা নিয়েছিল? বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই ধরনের বিষয়ে অযথা রাজনৈতিক মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয়। পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 12-01-2026, 00:54

জাগরণ আগরতলা, ১২ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৭ পৌষ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ জাতীয় যুব দিবস

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুব দিবস হিসাবে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্য পালিত হয়। দিবসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। কেননা স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজকে যে আদর্শের বাণী শিখাইয়া গিয়াছেন তাহা আজও প্রসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি ভারতে ”জাতীয় যুব দিবস” হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এই দিবসটি পালনের পেছনে স্বামীজীর আদর্শ এবং যুবসমাজের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের এক গভীর ইতিহাস রহিয়াছে।১৯৮৪ সালে ভারত সরকার প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে ১২ জানুয়ারি ”জাতীয় যুব দিবস” হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সাল থেকে দেশজুড়িয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতি বছর এই দিনটি পালিত হইয়া আসিতেছে।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন এবং তাঁহার জীবনের আদর্শ ভারতীয় যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণার এক বিশাল উৎস হইতে পারে। স্বামীজীর জীবন ও কর্ম পদ্ধতি যুবকদের মনে দেশপ্রেম এবং আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম।তাঁর শিক্ষা যুবকদের সঠিক পথে চালিত করে সমাজ ও দেশ গঠনে উৎসাহিত করে।স্বামীজীর আদর্শ ও যুবশক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, যুবসমাজই হইলো একটি জাতির মেরুদণ্ড। তিনি বলিয়াছিলেন ’ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।’তাঁহার মতে, যুবকদের হইতে হইবে সাহসী, চরিত্রবান এবং আধ্যাত্মিকভাবে বলীয়ান। তিনি এমন এক যুবশক্তি চাহিয়াছিলেন যাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন ঘটাইয়া ভারতকে বিশ্বমঞ্চে গৌরবান্বিত করিবে। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য যুবকদের উৎসাহিত করা। স্বামীজীর আদর্শের মাধ্যমে যুবকদের মধ্যে নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

তরুণদের মনে দেশ সেবা এবং আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসিবার চেতনা জাগ্রত করা।

ঐক্য ও সংহতি: জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে সম্মান জানাইয়া একতাবদ্ধ হওয়া।প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়া আলোচনা হয়।ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনে প্রতি বছর এই সময়ে ”জাতীয় যুব উৎসব” পালিত হয়।স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ছিলেন একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিক, যিনি আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও দেশপ্রেমের প্রতীক।

স্বামী বিবেকানন্দ (জন্ম: ১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩) ছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের পথিকৃৎ, যিনি ‘পরমহংস’ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হিসেবে বিশ্ব দরবারে হিন্দু দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় তুলিয়া ধরেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার পিতা ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত এবং মা ভুবনেশ্বরী দেবী। অল্প বয়স থেকেই তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি ”স্বামী বিবেকানন্দ” নামে পরিচিত হন। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক ছিল তাঁহার জীবনকে নতুন দিশা দেওয়ার মূল ভিত্তি।১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে তাঁর “ সিস্টার এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা ” সম্বোধনটি বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া এবং ভারতকে এক নতুন পরিচিতি দেয়। এটি তাঁহার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়। ধর্ম ও দর্শনের পাশাপাশি তিনি মানবসেবাকেই আসল ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। এর জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

তিনি ” সিম্পল লিভিং হাইড থিঙ্কিং ”-এর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে, ‘ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে অবস্থিত মহত্বের প্রকাশই হইল শিক্ষা’। তিনি যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম জাগাইয়া তোলার আহ্বান জানান। ‘উঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।”তুমি যতক্ষণ না নিজেকে বিশ্বাস করছ, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারো না।’ ৪ জুলাই, ১৯০২ সালে তাহার মহাপ্রয়াণ হয়। কিন্তু তাঁহার কর্ম ও আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখায়। তাঁহার জন্মদিন (১২ জানুয়ারি) ভারতে ”জাতীয় যুব দিবস” হিসেবে পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ

তরুণ গোস্বামী

১৮৯৫ সাল। স্বামীজি তখন ইংল্যান্ডে। একদিন দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের পর স্বামীজি ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনাতে মেতে উঠলেন গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ ও মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। স্বামীজি আলোচনার মাঝে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, কংগ্রেস কি হাউড়ের মতো কাজ করছে। ওদের সব দেশে স্বাধীন বলে ডিক্লেয়ারেশন পাঠাতে বল। ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালাক, আমার গায়ে গুলি লাগুক আর তখন আমেরিকানরা ক্ষেপে উঠবে। ওরা বুঝতে পারবে কার গায়ে হাত দিয়েছি। মহেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থ ‘লন্ডনে বিবেকানন্দ’-তে এ বিষয়ে বিশদে লিখেছেন।

ইংল্যান্ডে ১৮৯৫ সালটি ভারতীয়দের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ওই বছর আই.সি.এস পরীক্ষাতে প্রথম হল অতুল চ্যাটার্জি; কাউন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করেন রঞ্জিত সিং এবং আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তা বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে আসেন বেদান্ত প্রচার করতে। ইংল্যান্ডের ভারতীয়রা ঠিক করেন এই তিনজনকে সংবর্ধনা দেবেন। স্বামীজি হাজির হন এবং সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতায় সকলের মন জয় করে নেন। স্বামীজি সেদিন বলেছিলেন, এই দুই বিশিষ্ট ভারতীয়র মধ্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কারণ আমি জাতীয় প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছি আর তিনি আর কেউ নন শ্রী হস্তি। সকলে হেসে ওঠেন। পাশ্চাত্যে স্বামীজিকে দেখে অনেকেরই চোখে ছিল অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা। কোথায় এর আধ্যাত্মিক মানুষের মতো চেহারা? ছুঁচলো দাড়ি, শুকনো মুখ, লাল চোখ, এর তো দেখছি এতখানি সহাস্য মেদ। কেউ কেউ স্বামীজিকে প্রশ্ন করতেন এই বিষয়ে। স্বামীজির সোজা উত্তর, আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয়; আমি মোটা মানুষ, সুতরাং আমি আধ্যাত্মিক মানুষ। এই কথা বলার সময় আনন্দে ঝিকিয়ে উঠত স্বামীজির চোখ। আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে স্বামীজিকে প্রায়ই বিভিন্ন মানুষ মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাতেন। স্বামীজিকে পেয়ে এই ব্যক্তিরা বিশেষ করে ইংল্যান্ডে জিজ্ঞেস করতেন ভারতবর্ষের নানা কুপ্রথার ওপর মন্তব্য করতে। তাঁরা বলতেন, স্বামীজি আপনার দেশটা কেমন, যেখানে মায়েরা সন্তানকে কুমিরের মুখে ফেলে দিতেন। স্বামীজি হেসে বলতেন ভাগ্যে আমার মা এই কাজটি করেননি, নইলে আপনাদের সঙ্গে আর কথা বলতে পারতাম না। আলাপচারিতায় উঠে আসত মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের কথা। স্বামীজি বলতেন, কীভাবে ইংরেজরা ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এই আলোচনার শেষ হত স্বামীজির ইংরেজ শাসনের ওপর তির্যক মন্তব্য দিয়ে। ভারতীয়রা রানীকে খুব সম্মান করে কারণ তিনি বিধবা হয়ে পুনর্বিবাহ করেননি আর শান্তির কথা যদি বলেন সেক্ষেত্রে শ্মশানের মতো শান্তি আর কোথায় আছে বলুন! বলাই বাহুল্য এরপর সেই গৃহস্বামী স্বামীজিকে আর কোনওদিন নিমন্ত্রণ করতেন না এবং চারদিকে তাঁর নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতেন।

স্বামীজি দেখেছিলেন ইংরেজ আমলে রক্তাক্ত এবং অশ্রুময় ভারতবর্ষের নির্মম ছবি। তিনি দেখেছিলেন কীভাবে ইংরেজ শাসনে ভারতীয়রা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে। সঙ্গে দেখেছিলেন উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। যারা সাধারণ মানুষ তাদের দিশেহারা অবস্থা, তাদের না আছ পেটে খাদ্য, না আছে মাথার ওপর ছাদ। পরনের বস্ত্রটিও শতচ্ছিন্ন এবং শিক্ষা শুধুমাত্র গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে সীমিত। এই কারণে কেউ ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করলে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেন বিবেকানন্দ। কারণ তিনি কাউকে রেয়াত করতে শেখেননি।

১৮৩৫ সালে কলকাতায় এলেন লর্ড মেকলে। ঘুরে দেখলেন শহরটা। অবাক হয়ে গেলেন মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা দেখে। ইংল্যান্ডে তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিঠিতে লিখলেন এমন একটা দেশে এসেছি, যেখানে কোনও চোর খুঁজে পাইনি। এদের শিরদাঁড়া হচ্ছে ধর্ম। আমি প্রস্তাব করছি ইংরেজি শিক্ষা এদেশে চালু করতে হবে এবং আরবি-ফারসি, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে। এদের মধ্যে নিজের দেশের প্রতি তার মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ তৈরি করতে হবে। আমরা একটা নতুন শ্রেণি তৈরি করব, যারা আমাদের সঙ্গে, যাদের ওপর আমরা অত্যাচার চালাই তাদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে। তারা দেখতে হবে ভারতীয়দের মতো কিন্তু চিন্তায়, চেতনায়, কথাবার্তায় ইংরেজ।

গোটা দেশ ডুবে গেল পরানুকরণে। কালো সাহেবদের নির্মমতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন স্বামীজি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদের ব্যাপারে তাঁর ‘বিলেতফেরতা’ কবিতায় লিখলেন ‘আমরা বিলিতি ধরনে হাসি, ফরাসি ধরনে কাশি আর পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি।’ স্বামীজি নিজে ইংরেজি মাধ্যমে কলেজে পড়েছেন কিন্তু পরানুকরণ তাঁর ঘোর অপছন্দের ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেছেন আদানপ্রদানে; অন্ধ অনুকরণে নয়। তিনি মৌলিক চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বহু চিঠিতে লিখেছেন আমাদের গুরু ছিলেন মৌলিক তাই আমাদের মৌলিক হতে হবে। তিনি গুরুভাইদের তিরস্কার করে লিখেছেন, তোমরা একটা ছেঁড়া নেতাকে নিয়ে টানাটানি করছ, মৌলিক চিন্তা করতে শিখে তবেই জীবনে এগোতে পারবে। স্বামীজির ভারতবর্ষ ঘুরে মনে হয়েছিল তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা দেশ গঠনে আসবে না। তাদের নেতিবাচক চিন্তা দিয়ে দেশ গড়া যাবে না, তাই লিখেছিলেন, ‘তোমরা লং, লূট, বিধিলং তোমাদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয় ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমরা শূন্যে লীন হও আর নতুন ভারত বেরুক চাষার কুটির থেকে, ভুনাওয়ালাদের উনোনের পাশ থেকে, ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।’ এটি স্বামীজির মৌলিক চিন্তা। তিনি মনে করেছেন কয়েকটি রাজা এবং কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট দিয়ে দেশ চলবে না। স্বামীজি যখন একথা বলছেন এবং লিখছেন তখন মানুষের বিশ্বাস ছিল দেশটা শিক্ষিত মানুষেরা চালাতে পারে।

স্বামীজি বিশ্বাস করেছেন সাধারণ মানুষকে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ দেখেছিলেন সাধারণ মানুষের ভালবাসা, ধৈর্য্য এবং মুখ বুজে কাজ করার ক্ষমতা। এক টুকরো রুটি পেলে এরা দুনিয়া উল্টে দিতে পরে, ত্রৈলোকে তাদের তেজ ধরবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচারকে তিনি জীবনের পরিত্রাণ কাজ বলে মনে করেছেন।

জাপান থেকে আমেরিকা রওনা হবেন ১৮৯৩ সাল। মাদ্রাজি বন্ধুদের চিঠি লিখলেন, ‘ভারতবর্ষ সহস্র যুবকের বলি চায়, যারা মানুষ, পশু নয়। যারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। তাদের অসহায় মুখে অন্নদান করবে, তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে; আর আমাদের পূর্বপুরুষের অত্যাচারের ফলে যারা পশু পদবিতে উপনীত হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য অসীম চেষ্টা করবে।’ স্বামীজির মতো সাধারণ মানুষের যন্ত্রণায় এভাবে কান্না আর কেউ কাঁদতে পারেনি এর মূল কারণ মানুষ মনে করেছে দরিদ্র হওয়া চরম অপরাধ। তাই দরিদ্র মানুষকে সমাজ অত্যাচারই করেছে। তাদের কথা শোনেনি, তাদের যন্ত্রণা অনুভব করার চেষ্টা করেনি।

স্বামীজি বলেছেন, ‘পড়েছো পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব; আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর তোমার দেবতা হোন, এদের সেবাই পরম ধর্ম জানবে।’

১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে কলকাতার গুরুভাইদের চিঠি লিখেছেন, ‘একটা বড় চালা চাই। তারপর বরানগরে অনেক গরিবগুর্বো আছে তাদের জুটিয়ে আনা চাই। তারপর ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে গ্লোব দিয়ে তাদের পড়াতে হবে। ওসব পুঁথি পাতড়ার কাজ নয়, মুখে মুখে শিক্ষা দাও। যদি পার তবে বুঝব তোমরা মরদ আমার কাজে আসবে।’ শিকাগো থেকেও মানুষের জন্য কান্না। স্বামীজি তখন শিকাগোতে ছিলেন। ইচ্ছা করলেই নিজের মা এবং ভাইদের আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারতেন। খুলে বসতেন একটা আশ্রম এবং নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। ভারতে ফিরে এসেছেন; রক্তাক্ত হয়েছেন। অপমানিত হয়েছেন পদে পদে, তবুও একদিনের জন্য দেশের প্রতি টান তাঁর যায়নি। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে তীর্থক্ষেত্র। মনে করেছেন এই দেশকে ওঠাতে হবে; গরিবদের জাগাতে হবে, তাদের মুখে ভাত তুলে দিতে হবে। কলকাতাতে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। প্রত্যুত্তরে স্বামীজি বললেন, পূর্ব বা পশ্চিম, দেশই সর্বশ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য থেকে প্রথমবার ফিরে সেদিন স্বামীজির মুখের ছবি দেওয়া ব্রোচ পরে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ এই ঘটনাটিতে খুব খুশি হন। আর প্রীতিলতাকে চিঠি দিয়ে জানান, প্রীতি যেন সবসময় মনে রাখে স্বামীজি হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা এবং যুবনায়ক।

বিপ্লবীরা যখন গ্রেপ্তার হতেন, তাঁদের কাছে থাকত দক্ষিণেশ্বরের মাটি এবং স্বামীজির লেখা গ্রন্থ বর্তমান ভারত। সাহেব গোয়েন্দাদের মনে হয়েছিল স্বামীজিকে ঘিরে আবার দেশে সন্ন্যাস বিদ্রোহ আসছে যে সন্ন্যাস বিদ্রোহের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে লিখেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষকে যখন ব্রিটিশ পুলিশ গ্রে স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার করে, তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। কোনও বোমা তৈরির মশলা তাঁর কাছ থেকে মেলেনি, মেলেনি কোনও বন্দুক।

সুভাষচন্দ্র স্বামীজির বই পড়তে শুরু করেন যখন তিনি ১৭/১৮ বয়সের যুবক। এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে আলমারিতে দেখেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা এবং একটি খণ্ড নিয়ে পড়তে শুরু করেন। পরে নেতাজি লিখেছেন কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে বুঝতে পারলাম এই গ্রন্থই আমি খুঁজছিলাম। সেই থেকে স্বামীজির বই আমার প্রতিদিনের সঙ্গী। স্বামীজি বেঁচে থাকলে তিনি আমার গুরু হতেন। মনে রাখতে হবে সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ আর স্বামীজি প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফেরেন ১৮৯৭-এর গোড়াতে। যখন সুভাষচন্দ্র আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক প্রায়ই সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ঠাকুরের মন্দিরে ধ্যান করতে যেতেন। ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়ল তাঁর ওপর এবং তখন থেকেই মিশনে গিয়ে নিয়মিত ধ্যান করা তিনি বন্ধ করেন মিশনের সাধুদের অযথা হয়রানির হাত থেকে বাঁচাতে। কী সশস্ত্র আন্দোলন, কী নিরস্ত্র আন্দোলন, এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না, যিনি স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। স্বামীজির কথা ‘আগামী পঞ্চাশ বছর দেশমাতা তেমার একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোন’ টেনেছিল যুবকদের। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে; হেলায় ফাঁসিকাঠে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধি যেদিন ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে আসেন, সেদিন স্বামীজি মঠে ছিলেন না, কলকাতাতে এসেছিলেন। মহাত্মাজি বলেন, আগামী দিনে বহু মানুষ শান্তির খোঁজে বেলুড় মঠে আসবেন। ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়েছিল মঠের ওপর। স্বামীজি এবং ঠাকুরের তিথিপুজোতে সাদা পোশাকের পুলিশ নজর রাখত মঠের অতিথিদের ওপর।

স্বামীজি বলেছিলেন, গীতাপাঠ থেকে ফুটবল খেললে তুমি আগে স্বর্গের কাছে পৌঁছবে। স্বামীজি জানতেন গীতাপাঠ করে, গঙ্গাস্নান করে যারা সারাদিন নিষ্কাম কর্মে ডুবে থাকেন, গীতা তাঁদের জন্য নয়। গীতা জীবনযুদ্ধের কথা বলে। ফুটবল খেলা শেখায় একটি লাথি মারলে আর একটি লাথি ফিরে আসবে। তাই শরীরকে শক্তপোক্ত করে জীবনযুদ্ধে নামা এবং দেশমাতার সেবা করাই জীবনের একমাত্র ব্রত। বিবেকানন্দ যেমন আন্তরিকভাবে ডাক দিয়েছিলেন তাতে সাড়া দিয়েছিল যুবকরা। তিনি ছিলেন যুবকদের গুরু। যুবগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যোগ দিয়েছিল সমাজ গঠনে। সেবা হয়ে উঠেছিল তাদের জীবনের ব্রত, ধর্ম। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজি মাদ্রাজে একটি বক্তৃতা দিলেন, যার বিষয় ছিল আমার সমরনীতি। স্বামী বুঝেছিলেন, একশত শিক্ষার মধ্যে দিয়েই ভারতের সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। তিনি বলেছেন, প্রথমে ধর্ম দান, তারপর বিদ্যা দান, তারপর অন্ন দান এবং প্রাণদান। ধর্মদান বললেই অনেকে ভাবেন ঘণ্টানাড়া, নিরামিষ খাবার খাওয়া। তা একেবারেই নয়। ধর্মদান মানে নীতিবোধ, ব্যক্তিগত স্তরে এবং সামাজিক স্তরে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সৎ না হলে সে সমাজের উন্নতি প্রায় অসম্ভব। আমাদের দুঃখ লাগে, যখন দেখা যায় ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত সততা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বেশির ভাগ মানুষ মন মুখ এক করতে পারছে না। মুখে হাসি কিন্তু মনে মনে তার সর্বনাশের চেষ্টা করছে। স্বামীজির ভাষায় মুখে মধু কিন্তু হৃদয় হলাহল। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নেই বলে ভারতবর্ষে হিংসে করা জাতীয় পাপে পরিণত হয়েছে। কোনো বড় সরকারি অফিসে একজন বদলি হলেন বা অবসর নিলেন, যিনি এলেন তিনি হিংসা করেন, যিনি ছিলেন তাঁর সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিলেন। অথচ তাঁর কাজের মধ্যে হয়তো সত্যিকারের ভালো কিছু থাকতে পারত। স্বামীজির কথায় পোড়া হিংসেটা খায় না। শুধু সংসারীদের মধ্যেই নয়, বহু সন্ন্যাসী দ্বারা চালিত প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় একজন সাধু আর একজনকে হিংসে করছে এবং তা সংক্রামক ব্যাধির মতো দাঁড়িয়ে যায়। এর ফলে সেই সংঘের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

দ্বিতীয়ত, স্বামীজি সঠিকভাবেই দেখেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক স্তরে মূল্যবোধের বড় অভাব। এই ব্যাধিটি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে ভয়ংকরভাবে। কারও কোনও সামাজিক দায়িত্ববোধ নেই, এদেশ যেন একটা বেওয়ারিশ দেশ। নিজে খাও দাও ভাল থাকো, কারো দিকে তাকানোর দরকার নেই। দেখা যাচ্ছে যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে তাই মানুষ নিজের সামাজিক দায়িত্বটি ঠিক ঠিক পালন করছে না। সেদিন আর নেই যখন রাস্তায় কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়লে আশেপাশের মানুষ ছুটে এসে বিপদগ্রস্ত মানুষটির পাশে দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে খুব কম মানুষ এখন এগিয়ে আসেন এবং যাঁরা আসেন বিপুলভাবে সমালোচিত হন। স্বামীজি একটি চিঠিতে ১৮৯৪ সালে মহীশূরের মহারাজকে লিখেছিলেন, এই জীবন ক'দিনের, জীবনের চাকচিক্য কয়েকদিনের, সেই বেঁচে থাকে যে পরের জন্য বেঁচে থাকে, বাকিরা মৃত, প্রেততুল্য। জীবন মানেই আদানপ্রদান। প্রসারণ জীবন, সংকোচন মৃত্যু। স্বামীজি বার বার নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা বলেছেন কারণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি স্বার্থপর হয়, তবে সমাজ স্তব্ধ হয়ে যায়, তার গতি ছন্দহীন হয়ে যায়। বারবার স্বামীজি মিলেমিশে থাকার কথা বলেছেন। স্বামীজি সরফরাজ হোসেনকে চিঠিতে লিখেছেন, ১৮৯৮ সালে ‘ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বেদান্ত মস্তিষ্ক ও ইসলামীর দেহ লইয়া অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে। ইসলাম সমাজে দেখা যায় নমাজের সময় রাজা এবং প্রজা দু'জনেই একসঙ্গে বসে ঈশ্বরকে ডাকছে, সেখানে কোনও উঁচুনীচুর ভাগ নেই। বেলুড় মঠের মূল মন্দিরের যে নকশা স্বামীজি প্রস্তুত করেছিলেন, তা মহাসমন্বয়ের বার্তা বহন করে। হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের অপূর্ব মিলন মন্দিরটির মধ্যে আছে। স্বামীজির গুরু ছিলেন সমন্বয়ের সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার সাধক। যে মানুষ একঘেয়ে, একপাশে যার দৃষ্টি, ঠাকুর তাকে সহ্য করতে পারতেন না। জীবন মানেই সবাইকে নিয়ে চলা, জীবন মানেই একটা নিটোল নিখাদ সমন্বয়।

স্বামীজি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে নারীরা না জাগলে এদেশের সমাজকে কোনোদিন জাগানা যাবে না। নারীদেরকে আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে, যা অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগ তৈরি করবে। তিনি দেখেছিলেন ইংল্যান্ডে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল দ্বারা পরিচালিত স্কুল। ১৮৯৭ সালে মার্গারেটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইংরেজ গভর্নেসরা যেমন বড়লোকের মেয়েদের শিক্ষা দিত, তেমন স্কুল না; মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়েরা যাতে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পরে, তেমন একটি বিদ্যালয়। মার্গারেটকে স্বামীজি লিখেছিলেন, এদেশের আবহাওয়া তাঁর অনুকূল নয়। মানুষজন সন্দেহের চোখে দেখবেন তাঁর চামড়ার রঙের জন্য, কিন্তু এসব এড়িয়ে যদি তিনি ভারতে আসেন তবে কাজের সুযোগ আছে। ‘তোমার ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত তোমাকে যোগ্য নারী রূপে তৈরী করেছে।’ মার্গারেট সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। তিনি ভারতে আসেন ১৮৯৮ সালের গোড়াতে। স্কুল তৈরি হল বাগবাজার অঞ্চলের বোসপাড়া লেনে ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে কালীপুজোর দিন। প্রতি পদে অপমানিত হতে হয়েছিল নিবেদিতাকে, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। বহু কষ্টে স্কুলটি চালিয়েছিলেন।

স্বামীজি বিশ্বাস করেছেন, ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে চাই পুব-পশ্চিমের মিলন। পাশ্চাত্য থেকে আনতে হবে প্রযুক্তি, বিনিময়ে ভারত দেবে আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজির এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে ভারতী পত্রিকাতে তিনি লেখেন, ‘ভারতের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতে দিবার ও লইবার পথ রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।’ উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকাতে স্বামীজি লিখেছিলেন, পুব-পশ্চিমের মিলন হবে উদ্বোধনের জীবনের উদ্দেশ্য। স্বামীজি বরাবর বিশ্বাস করেছেন দুই সভ্যতার মিলন ঘটলেই তবে পৃথিবীতে নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শান্তি স্থাপিত হবে।

স্বামীজির নামে অনুষ্ঠান করা আজকাল ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বামীজির নাম উচ্চারণ করার আগে আমাদের কতগুলো ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। প্রথমত, স্বামীজিকে যাঁরা ভালবাসবেন, তাঁদের একশ শতাংশ অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। অন্য ধর্মের মানুষকে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা করা চলবে না। ভারতবর্ষকে ভালবাসতে হবে, দরিদ্র মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা মানুষে মানুষে বিভেদে বিশ্বাস করেন, তারা ছুতোনাতায় বিবেকানন্দকে নিয়ে আনছেন এবং নিজের সুবিধার্থে তাঁর কথার একটি অংশকে ব্যবহার করছেন। এদের থেকে সতর্ক হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘আগামী দিনে সব ধর্মের ওপর শত বাধা সত্ত্বেও লেখা হবে বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয় ঐকতান ও শান্তি।’ এইমতের বাস্তব রূপায়ণ একথাও সেবার মধ্যে দিয়ে হওয়া সম্ভব। সেবা এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে উঠুক ভারতবাসীদের স্বামীজির জন্মদিনে সেই শপথ নেওয়া উচিত।

বিবেকানন্দের মৃত্যু নেই। যেখানেই মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হবেন, সেখানেই স্বামীজি পৌঁছবেন এবং যুবসমাজের মনে আলো জ্বেলে দিয়ে নতুন শ্রেণীহীন, শোষণহীন পৃথিবী তৈরি করবেন।

স্বামীজি বললেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। মানুষের সামনে উপস্থিত করলেন দেশকে জাগানোর মন্ত্র ঞ্চ দ্মনখদ্ভ্র দ্ধ ত্বথদ্মদ্মস্থুদ্ধ-এর মাধ্যমে। জেগে উঠেছিল দেশের, যুবকবৃন্দ, যারা দেশমাতৃকার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেন আর তাদের নেতা বিবেকানন্দ। ১৯০১ সালে স্বামীজি ঢাকায় আসেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কয়েকজন যুবক হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। হেমচন্দ্র পরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তৈরি করে এবং বিনয়-বাদল-দীনেশের মহাকরণ অভিযান বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল।

স্বামীজি মধ্যাহ্নভোজ সেরে ধূমপান করছিলেন, এমন সময় যুবকরা হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গিয়ে স্বামীজিকে ধর্মজীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। স্বামীজি প্রথমে যুবকদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন পরে উত্তেজিত হয়ে তাদের বললেন, পরাধীন জাতের মাতৃশ্রাদ্ধের কোনও অধিকার নেই। যে লুঠেরারা তাদের মাকে অত্যাচার করছে, স্বামীজি তাদের দেশ থেকে তাড়ানোর কথা স্বামীজি বললেন। তারপর বললেন, ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালাক, দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাক এবং তার প্রথম বুলেটটা যেন তাঁর বুকে লাগে। হেমচন্দ্র জীবনে একবারই স্বামীজিকে দেখেছিলেন কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে সারাজীবন আর কোনও গুরুজনকে কখনও প্রণাম করতে পারেননি। তিনি বলতেন, যে হাত স্বামীজির পা ছুঁয়েছে আমি কোনওদিন চাইনি সে হাত আর কাউকে প্রণাম করে। পরে হেমচন্দ্র বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন রাজেন লাহিড়ী। রাজেনের ফাঁসি হয়ে যায়। মৃত্যুর আগে রাজেন প্রতিদিন উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতেন স্বামীজির চিঠিপত্র। একদিন ব্রিটিশ জেলার এসে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি রোজ কী পাঠ করছেন' উত্তরে রাজেন বলেন, তিনি প্রতিদিন স্বামীজির চিঠি পাঠ করেন, তিনি হয়তো থাকবেন না, কিন্তু একদিন ভারতীয়রা ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়াবেই। প্রীতিলতা ওয়াদেদার যেদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে যান,

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

কলকাতায় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার পাঁচটি শিরোপা লাভ

আগরতলা: ১০ জানুয়ারি: নতুন বছর ২০২৬ "এর শুরুতে প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস এবং বৈচিত্র্য সহকারে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে আর কে এন্টারটেইনমেন্ট হাউস একটি গ্র্যান্ড পেজেন্ট শো অর্থাৎ সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা 'ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার ২০২৫ - ২৬' সফলভাবে আয়োজন করেছে।গত চৌঠা জানুয়ারি

প্রদ্যোত আচার্য্য পরিচালিত আর কে এন্টারটেইনমেন্ট হাউস "এর এই অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড ফাইনাল অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় আসাম (গুয়াহাটি ও শিলচর), কলকাতা এবং ত্রিপুরার প্রতিভাবান শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ২৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ত্রিপুরার অংশগ্রহণকারীরা গর্বের সঙ্গে পাঁচটি মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জিতেছেন। সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার শিরোপা বিজয়ীদের মধ্যে

পেশাদার যোগা প্রশিক্ষক সাগ্নিক দেব পেয়েছেন মিস্টার ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ঋষিরাজ দাস পেয়েছেন মিস্টার ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার নর্থ ইস্ট এওয়ার্ড। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকেল সায়েন্সেস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী কুমারী সৃষ্টি সূত্রধর পেয়েছেন মিস ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার ট্যুরিজম। আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি অনার্সের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী কুমারী সাগরিকা দেব পেয়েছেন মিস ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার প্রিন্ট এওয়ার্ড। আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী কুমারী তানিশা চক্রবর্তী পেয়েছেন মিস ইন্ডিয়া গ্লোবাল স্টার প্লাস অ্যাওয়ার্ড। ত্রিপুরা শিল্পীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহ সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন ত্রিপুরার পেশাদার মডেল এবং ২০২২ সালের মিস্টার আর্থ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জয়ী জয়ন্ত সরকার সহ আসাম ও কলকাতার বিশেষজ্ঞগণ। জুরি মেম্বারদের মধ্যে ২০২৫ সালের মিসেস ইস্ট ইন্ডিয়া প্রাইড এওয়ার্ড জয়ী সঙ্গীতা সাহা দেবনাথ গ্লোবাল স্টার বেস্ট মডেল ২০২৫-২৬ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাছাড়া আর কে এন্টারটেইনমেন্ট হাউজের ত্রিপুরা স্টেট ডিরেক্টর, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার, ডাক বিভাগের কর্মী মিসেস ওয়ার্ল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ২০২২ বিজয়ী দেবশ্রী দাস দেববর্মা এবার গ্লোবাল স্টার বেস্ট ড্যান্সার ২০২৫-২৬ এওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন টলিউড অভিনেত্রী মধুরিমা চক্রবর্তীসহ ফ্যাশন ও বিনোদন শিল্পের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তারা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান এবং আগামী দিনগুলিতেও তারা যাতে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্ব-স্ব প্রতিভার ক্ষেত্রে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেই আশা ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।

ছবিমুড়া উৎসব - ২০২৬

ছবিমুড়া মুক্ত মঞ্চ, অমরপুর গোমতী জেলা।
১২ জানুয়ারী ২০২৬, বিকাল ৪ ঘটিকা।

উদ্যোক্তাঃ- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসন, অমরপুর, গোমতী জেলা।
সহযোগিতায়ঃ-হাঁচুক মথাই এস.এইচ. জি, ছবিমুড়া।
উদ্বোধকঃ শ্রী সুশান্ত চৌধুরী,
মাননীয় মন্ত্রী পর্যটন, পরিবহণ, খাদ্য, জনসংতরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
প্রধান অতিথিঃ শ্রী রামপদ জমাতিয়া,
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
সম্মানিত অতিথিঃ শ্রী রঞ্জিত দাস,
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা। শ্রী পাঠান লাল জমাতিয়া,
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রী ধাম চরণ মলসম,
মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি, আঠারবুলা।
শী সম্রাট জমাতিয়া,
মাননীয় এম.ডি.সি.টি.টি.এ.এ.ডি.সি।
শ্রী চন্দ্র জয় রিয়াৎ,
মাননীয় চেয়ারম্যান, পি.ভি.টি.জি, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলা
শ্রীমতি সূচিত্রা দাস,
মাননীয় চেয়ারপার্সন, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রী বিকাশ সাহা,
মাননীয় চেয়ারপার্সন, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত।
বিশেষ অতিথিঃ শ্রী নর বাহাদুর রিয়াং, এস.ডি.পি.ও অম্পি।
শ্রী নিহার দেবনাথ, বিডিও অমরপুর আর.ডি ব্লক।
শ্রী রাউৎফেলা ডার্নং, বিডিও অম্পি আর.ডি ব্লক।
শ্রী হীরা মাণিক ত্রিপুরা, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক, অমরপুর
শ্রী অজয় দে, সহ আধিকর্তা, জেলা ও তথ্য সংস্কৃতি বিষয় কার্য্যালয়, গোমতী জেলা।
সভাপতিঃ শ্রী রবিত্র জমাতিয়া, মাননীয় চেয়ারম্যান, অমরপুর বি.এ.সি।
আপনাদের উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠুক আমাদের এই মহতি অনুষ্ঠান।

ধন্যবাদান্তে-
আহ্বায়ক অনুপম চক্রবর্তী
মহকুমা শাসক, অমরপুর, গোমতী জেলা।

ICA/D-1756/25

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের ত্রিশ হাজারের বেশি ছাত্রীকে বৃত্তি, আবেদন গ্রহণ শুরু

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি ২০২৬ : আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন আজ শনিবার থেকে আজিম প্রেমজি স্কলারশিপের ২০২৫-২৬ আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। কলেজ স্তরে শিক্ষায় আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা একটি প্রোগ্রাম। এই উদ্যোগটি ভারতে শিক্ষার মান উন্নতির জন্য ফাউন্ডেশনের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

স্কলারশিপ এর জন্য আগামী ৩১জানুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে। ১৮টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে কোনও একটি সরকারি স্কুল বা কলেজ থেকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসাবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করা মেয়েদের জন্য এই বৃত্তি যোগ্য হবে। মেয়েরা যারা ২০২৫ -২৬ একাডেমিক সেশনে প্রথম বছরে ভর্তি হয়েছে একটি স্বীকৃত স্নাতক ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্সে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসাবে (২ থেকে ৫ বছরের সময়কাল) একটি সরকারী বা একটি বেসরকারী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের যে কোনও জায়গায়।

বৃত্তির পরিমাণ ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের পুরো সময়কালের জন্য প্রতি বছর ৩০,০০০ টাকা। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দেশের ১৮টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-অরুণাচল প্রদেশ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, রাজস্থান, সিকিম, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পুদুচেরিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে। আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন অনুমান করছে, এই শিক্ষাবর্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রীকে আজিম প্রেমজি বৃত্তি প্রদান করবে।

তারমধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ত্রিশ হাজারেরও বেশি ছাত্রীকে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে। আবেদনের জন্য কোনো ফি দিতে হবে না। যোগ্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ꭚttps-impremji foundationƒorg অথবা azimé Ÿépremji scholar-ship পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে নিবন্ধন এবং আবেদন জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, আজিম প্রেমজি বৃত্তিটি ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি জেলায় চালু করা হয়েছিল। এই পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ২৫ হাজারেরও বেশি ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

২৪ ও ৪৮ ঘণ্টায় ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি: ইন্ডিয়া পোস্টে চালু 'স্পিড পোস্ট ২৪' ও 'স্পিড পোস্ট ৪৮'

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ইন্ডিয়া পোস্টের দুটি নতুন পরিষেবা স্পিড পোস্ট ২৪ এবং স্পিড পোস্ট ৪৮এর ঘোষণা করেছেন। এই পরিষেবার মাধ্যমে যথাক্রমে ২৪ ঘণ্টা ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডাক পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। মধ্যপ্রদেশের শিবপুরি জেলার পিচোরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয়, যা ডাক পরিষেবার আধুনিকীকরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, স্পিড পোস্ট ২৪ ও স্পিড পোস্ট ৪৮ সময়ানুবর্তিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দ্রুত ডেলিভারির ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রউভয়ই উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা পিচোর সাব-অফিসের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত নতুন সাব-অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপূজনও সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রী জানান, টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনস) জাতীয় যোগাযোগ সুরক্ষা কেন্দ্র (ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমিউনিকেশন সিকিউরিটি)-এর মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন ও পরীক্ষণ ক্ষমতা জোরদার করতে একগুচ্ছ

বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন পৌষ পার্বণ উপলক্ষে আগামী ১৩ই অথবা ১৪ ই জানুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে (মঙ্গলবার অথবা বুধবার সকালে) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি মৎস্য খামার হইতে ৬৪৫০ কেজি মাছ যেমন কাতল, রুই, মৃগেল, কার্পিও, সিলভার কার্প ইত্যাদি সাধারণ জনগণের মধ্যে সরকারি ন্যায্যমূল্যে বিভিন্ন সরকারি মৎস্য বিক্রয় কাউন্টার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করা হইবে। পরিপূরক তথ্য নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

ক্রম নং	SF/Estt.-এর নাম।	খামার এর নাম	২০২৫-২৬ ইং অর্থবছরের পৌষ পার্বণে মাছ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা	মাছ বিক্রির স্থান	তারিখ	বিক্রি করা মাছের প্রজাতি
১	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর এফ.এস.সি	২৫০ কেজি	কাঞ্চনপুর, এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
২	পানিসাগর	পানিসাগর এফ.এস.সি	১৫০ কেজি	পানিসাগর, এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৩	ধর্মনগর	গঙ্গানগর এফ.বি.এফ	২০০ কেজি	গঙ্গানগর এফ.বি.এফ	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৪		ধর্মনগর এফ.বি.এফ	১৫০ কেজি	ধর্মনগর এস.এফ অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৫	কমলপুর	আভাঙ্গা এফ.এস.সি	১০০ কেজি	আভাঙ্গা এফ.এস.সি কমলপুর এস.এফ অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৬	খোয়াই	গণকি এফ.এস.সি	১৫০ কেজি	গণকি এফ.এস.সি খোয়াই এস.এফ অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৭	শান্তিরবাজার	মুহুরীপুর এন.এফ.এস.এফ	৩০০ কেজি	১ এন এফ এস মুহুরীপুর	১৪/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৮	উদয়পুর	অমরসাগর এফ.বি.এফ	৬০০ কেজি	উদয়পুর এস এফ অফিসে ২ কাউন্টারে	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
৯		ধনীসাগর পি ও	৫৫০ কেজি	খামার অফিসে ২টি কাউন্টার উদয়পুর, ধনীসাগর	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১০	এফ.এফ.ডি.এ ধলাই	কমলছড়া এফ.বি.এফ	৪৫০ কেজি	কমলছড়া এফ.বি.এফ	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১১	সোনামুড়া	কলমচৌড়া এফ.এস.সি	১৫০ কেজি	কলমচৌড়া এফ এসসি	১৪/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১২	কুমারঘাট	কুমারঘাট আর.এফ.বি.এফ	৩৫০ কেজি	i. কুমারঘাট এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স ii. ফটিকরায় এফ.এ সার্কেল অফিস	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৩	মোহনপুর	লেম্বুছড়া এফ.এস.সি	৪০০ কেজি	লেম্বুছড়া এফ.এস.সি,	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৪	তেলিয়ামুড়া	চাকমাঘাট এফ.এস.সি	১০০ কেজি	চাকমাঘাট এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৫	অমরপুর	ফটিকসাগর এফ.বি.এফ	৪৫০ কেজি	অমরপুর এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৬		অমর সাগর দিঘী	৫০০ কেজি	অমরপুর এস.এফ এর অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৭	গণ্ডাতুইশা	সরমা এফ.বি.এফ	৩০০ কেজি	সরমা এফ বি এফ কমপ্লেক্স, গণ্ডাতুইশা	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৮	জিরানীয়া	মান্দাই এফ.এস.সি	২০০ কেজি	মান্দাই ডিভিশন অফিস কমপ্লেক্স	১৪/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
১৯	সাব্রুম	সাতচাঁদ এফ.এস.সি	১৫০ কেজি	সাব্রুম এস এফ অফিস কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
২০	উদয়পুর	কমলাসাগর এফ.বি.এফ	৩৫০ কেজি	কমলাসাগর এফ বি এফ, বাগমা	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
২১		আর এম দিঘী	৪০০ কেজি	আর এম দিঘী কমপ্লেক্স	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
২২		টি এফ টি আই	১০০ কেজি	টি এফ টি আই ফার্ম কমপ্লেক্স উদয়পুর	১৩/০১/২৬	কাতলা, রুই, মৃগাল, কার্পিও সিলভার ইত্যাদি
	মোট		৬৪৫০ কেজি			

(বিজয় রায়)
জেনারেল ম্যানেজার
টি.এফ.ডি.সি. কলেজটিলা, আগরতলা।

ICA/D-1760/25

প্রধানমন্ত্রী মোদী দুটি দিনের ভাইব্রান্ট গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজকোটে মারওয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কচ্ছ ও সোরাষ্ট্র অঞ্চলের জন্য দুটি দিনের ভাইব্রান্ট গুজরাট আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল সোরাষ্ট্র এবং কচ্ছের পশ্চিমাঞ্চলীয় বারোটি জেলা গুলিতে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং উন্নয়নকে উতাহিত করা। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, ভারত আজ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে সোরাষ্ট্রের সাতটি জেলায় নতুন ১৩টি গ্রিনফিল্ড স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট উদ্বোধন করেন এবং রাজকোটে একটি বিশেষ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পার্কের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজ ভাইব্রান্ট গুজরাট সম্মেলন বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, তিনি ভাইব্রান্ট গুজরাট সম্মেলনের ভিশন থেকে প্রথম দিন থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গুজরাটের সক্ষমতা সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত করানো, যাতে বিশ্ববাসী গুজরাটে আসেন, এখানে বিনিয়োগ করেন এবং ভারত তা থেকে উপকৃত হয়। তিনি জানান, গত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এই সম্মেলন একটি চমৎকার অন্তর্ভুক্তির উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় আরবপতি ব্যবসায়ী এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানি গাঁধীনগরে ভাইব্রান্ট গুজরাটের সফল ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে দেশের এত আশা ও প্রাণবন্ততা আগে কখনও দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, মোদী যুগ সম্ভাবনার থেকে কর্মফল দিকে যাত্রার প্রতীক। ভারতীয় আরবপতি ব্যবসায়ী এবং ওয়েলস্প্যান ওয়ালর্রে প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান বালকৃষ্ণ গোপীরাম গোয়েঙ্কা উল্লেখ করেন যে কচ্ছ বিশ্বে সবচেয়ে বড় হোম টেক্সটাইল কোম্পানির কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তিনি গুজরাটের মুখ পরিবর্তনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

আমাদের প্রতিবেদক জানিয়েছেন, এই সম্মেলন কচ্ছ ও সোরাষ্ট্র অঞ্চলের জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে, যার লক্ষ্য মোরবি সেরামিক, রাজকোট ইঞ্জিনিয়ারিং, এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বিস্তৃত বন্দর এবং লজিস্টিকস নেটওয়ার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে মনোযোগ কেন্দ্রিত করা। বৈশ্বিক সহযোগিতা একটি অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে, যেখানে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রুয়ান্ডা এবং ইউক্রেন অংশীদার দেশ হিসেবে সবুজ শক্তি, পেট্রোকেমিক্যালস এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রগুলিতে সুযোগ সন্ধান করতে অংশ নিচ্ছে। এই সম্মেলনটি আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্বরক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে, যেখানে দুটি দিনের এই আয়োজনে ১,৫০০টিরও বেশি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হতে পারে। মুকেশ আম্বানি, করণ আদানি এবং বি. কে. গোয়েঙ্কা সহ প্রধান শিল্পপতিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন।

এর আগে, গুজরাট সফরের দ্বিতীয় দিনে, প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ দুপুরে রাজকোটে ভাইব্রান্ট গুজরাট ট্রেড এক্সিবিশনের উদ্বোধন করেছেন। ১৮,০০০ বর্গমিটার এলাকায় বিস্তৃত এই প্রদর্শনী উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের একটি প্রাণবন্ত প্রদর্শন। কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্যচাষ এবং প্রতিরক্ষা, সেই সঙ্গে শক্তি, পেট্রোকেমিক্যালস এবং লজিস্টিকস সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অত্যাধুনিক সক্ষমতা প্রদর্শন করতে ৪০০টি প্রদর্শক শহরে একত্রিত হয়েছে। টোরেন্ট পাওয়ার লিমিটেড, কোসল, আদানি গ্রিন এবং এসসারের মতো প্রধান কোম্পানিগুলির পাশাপাশি নায়রা এনার্জি এবং জ্যোতি সিএনসি-রও প্রধান অংশগ্রহণ রয়েছে।

সকাল বেলা, প্রধানমন্ত্রী মোদী গির সোমনাথ জেলার তটীয় শহর প্রভাস পাটনে সোমনাথ মন্দিরের শাশ্বত অনুভূতি উদযাপনকারী ঐতিহাসিক সোমনাথ স্বাভিমান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শৌর্য্য যাত্রার নেতৃত্ব দেন। এটি ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ গজনি কর্তৃক সোমনাথ মন্দিরে প্রথম আক্রমণের এক হাজার বছর পূর্তির উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল। শতাব্দী ধরে সোমনাথ মন্দিরের রক্ষা করা অসংখ্য যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাতে ১০৮টি ঘোড়ার একটি আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। দেশজুড়ে হাজার হাজার ভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী নাগরিকদের একত্রিত থাকার এবং দেশকে বিভাজিত করার ষড়যন্ত্র রচনাকারী সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করার আহ্বান জানান। তিনি দেশবাসীকে তাদের অতীতের সাথে গভীরভাবে যুক্ত থেকে, উন্নত ভারত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসঙ্গে এগিয়ে চলার অনুরোধ করেন।

সোমনাথ স্বাভিমান উৎসবকে শাশ্বত আস্থা এবং ভক্তির জীবন্ত প্রতিবিম্ব উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উৎসব শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গৌরবের উৎসব নয়, বরং সোমনাথ মন্দিরের শাশ্বত যাত্রাকে আগামী প্রজন্মের জন্য জীবিত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ভারতীয় সভ্যতার মূল্যের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সভ্যতা মানুষকে অন্যদের পরাজিত করা শেখায় না, বরং সঙ্গত জীবনযাপন শেখায়। গজনি থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত বারবার আক্রমণের পর মন্দিরের ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণের যাত্রা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বর্ণনা করেন কীভাবে সোমনাথ মন্দির বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আর্ট কম্পিটিশন, অংশ নিল প্রায় ৪৫০ শিশু

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এক আর্ট কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অফিস প্রাঙ্গণে। শিশুদের সৃজনশীলতা ও শিল্পচর্চার বিকাশে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারাও। এদিনের আর্ট কম্পিটিশনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪৫০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে, যা অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারি দীপঙ্কর দত্ত, গৌতম দেবনাথ সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তারা।

রবিবার ডিএম অফিসে আয়োজিত এক এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রোজের কিছু খাবারের কারণে বাড়ছে ক্যানসার, বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি

বার্গার বা পিৎজা দেখলে লোভ সামলানো দায়। স্বাস্থ্যকর ভেবে যে প্যাকেটজাত ফলের রস বা দই নিজে খাচ্ছেন বা শিশুকে দিচ্ছেন, তা কি আদৌ স্বাস্থ্যসম্মত? সকাল থেকে রাত অবধি, যা যা খাওয়া হচ্ছে, তার অধিকাংশই প্যাকেটজাত অথবা প্রক্রিয়াকরণে তৈরি। সে চাল, ডাল হোক বা বিস্কুট, কুকি বা জাঙ্ক ফুড। এই সবই ক্যানসার বা প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের কারণ হয়ে উঠছে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, রোজের খাবারদাবার থেকেই বিষ ঢুকছে শরীরে। এমন কিছু রাসায়নিক জমা হচ্ছে রক্তে, যাকে প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। থ্যালেট, বিসফেনল, পিএফএসের মতো কিছু রাসায়নিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে গবেষণাপত্রে, যা শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। কোথায় থাকে এই সব রাসায়নিক? গবেষকেরা জানাচ্ছেন, অধিকাংশ প্যাকেটজাত খাবারে নানা ধরনের প্রিজারভেটিভ এবং অ্যাডিটিভ থাকে, যার মধ্যে এই সব রাসায়নিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। যেমন, চকোলেট, বিস্কুট, কুকি, বোতলবন্দি ফলের রস, ইনস্ট্যান্ট নুড, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, সসের মধ্যে থাকে সোডিয়াম নাইট্রাইট যা ক্যানসার, মস্তিষ্কের সচলতা হ্রাস, স্নায়বিক সমস্যা ইত্যাদি ঘটাতে পারে। ফ্রোজেন মাংস বা ভাজাভুজি প্রায়ই দোকান থেকে কেনা হয়। অনলাইনে অর্ডার দিলে বাড়িতে চলে আসে। এগুলিকে দীর্ঘ দিন সংরক্ষণের জন্য মেশানো হয় এন-নাইট্রাসো যৌগ, যা কোলন ও পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ডায়েট সোডা, জিরো ক্যালোরি পানীয়, চিউইংগামে এমন রাসায়নিক থাকে, যা মূত্রথলির ক্যানসারের কারণ হতে পারে। খাবার প্যাকেটবন্দি করা ও সংরক্ষণের জন্যও কিছু রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে 'বিসফেনল এ' বা 'বিপিএ'-র মতো রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে, যা রক্তে মিশলে কিডনির সমস্যা তৈরি হতে পারে। সমস্যা হতে পারে প্রজননেও। আবার রোস্ট করা খাবার বা উচ্চ তাপমাত্রায় ভাজা খাবারে থাকে অ্যাক্রিলামাইড যৌগ, যা ডিএনএ-র ক্ষতি করে। এই রাসায়নিক বেশি পরিমাণে রক্তে জমলে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে। গবেষকেরা বলছেন, প্যাকেটজাত খাবার পুরোপুরি বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। মুড়ি, চিঁড়ে, খই, সুজি, ছাতু, ছোলা, বাদাম জাতীয় খাবারে ফিরে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল। শিশুদের খাদ্যাভ্যাস বদলানোর দিকে জোর দিতে হবে। টিফিনে বাড়ির তৈরি খাবারই দিতে হবে। নামী ব্র্যান্ড দেখেও কেক, বিস্কুট, প্যাটিস বেশি কিনে খেলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে।

একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না!

কাজল চট্টোপাধ্যায়

লাটাগুড়ি। ডুয়ার্সের সেই ছোট্ট জনপদ --- পশ্চিমবঙ্গের "Chicken's Neck"-এর নিকট। উত্তরে ভুটান দক্ষিণে বাংলাদেশ। ডুয়ার্সের শ্যামল বনানী আস্বাদন করার লক্ষ্যে লাটাগুড়ির উপন্ট্রে অবস্থিত এক রিসর্টে আমাদের 'base camp' স্থাপন করি! সে এক দুর্দান্ত মনোরম পরিবেশ! চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, মধ্যে ছোট্ট জলাশয়, নারকেল সুপারি গাছের সারি এবং রঙিন ফুলের বাগানের মাঝে; কাঠের তিনটি কটেজ দন্ডায়মান। আর রিসোর্টের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ডাইনিং হল। মাথায় খড়ের চাল, কিন্তু চারপাশ খোলা। চতুর্দিকের সবুজ, পাখি, প্রজাপতি, কাঠবিড়ালির রূপ খেলা চাক্ষুষ করতে করতে প্রাতঃরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজ; আর ডিনার সমাপন হতো অগনন অদৃশ্য পতঙ্গর প্রাকৃতিক সিম্ফনির মধ্য দিয়ে!

গরুমারা চাপরামারি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যগুলির স্বাদ গ্রহনের পর জলঢাকা নদী সংলগ্ন ভারত-ভুটান সীমান্ত ভ্রমণও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্থির গম্ভীর বনস্পতি, সদাচঞ্চল মূর্তি নদী, চা বাগানের শোভা এবং ডুয়ার্সের প্রাণীদের সান্নিধ্য চূড়ান্ত উপভোগ করলেও; রিসর্টে আমাদের জন্য যে খাদ্য সম্ভার অপেক্ষা করে থাকতো, সেও কি কম উপভোগ্য ছিল! প্রচলিত সুস্বাদু আমিষ খাদ্য ছাড়াও আকর্ষণ ছিল নিত্য নতুন নিরামিষ পদ যা রিসর্টের বাগানের তরতাজা সব্জি থেকেই প্রস্তুত করা হতো।

ভ্রমণের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত। আবার একটি মনোমুগ্ধকর লাঞ্চের পরে, আমাদের গাড়ি প্রস্তুত নিউ মাল জংশনের উদ্দেশে ছুটে যেতে। কিন্তু তার আগে রিসর্ট কর্মীদের উষ্ণতা এবং আতিথেয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের হাতে সামান্য কিছু তুলে দেওয়া।

আমাদের গ্রুপের সিনিয়র এক সদস্য খোঁজ নিলেন তাঁর সম্বন্ধে যিনি সবার অলক্ষ্যে থেকে গত পাঁচদিন আমাদের রসনাকে চূড়ান্ত তৃপ্তি দান করলেন! অবশেষে সেই তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খুবই সাধারণ শাড়ি পরিহিতা এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা, কিন্তু মুখমন্ডল জুড়ে যেন এক স্বর্গীয় আভা খেলা করে চলেছে! তাঁর রন্ধন দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসা শুনে ভদ্রমহিলার মাথা স্মিত হাস্যে অতি নম্রতার সাথে নত, যেন কি একটি 'মহাপাপ' তিনি করে ফেলেছেন! তাঁর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারি যে তিনি নিকটের এক বস্তিতে থাকেন, সঙ্গে কিশোরী কন্যা। অসমে 'বিদেশি বিরোধী' 'বঙাল খেদা' মার্কা আন্দোলনের সময় তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের স্রোত বাইতে বাইতে বর্তমানে তিনি লাটাগুড়িতে স্থায়ী হয়েছেন এবং এই রিসর্টে রান্না করেই তাঁর জীবন নির্বাহ হয়। কণ্ঠ অকম্পিত, দৃষ্টি সুদূরপ্রসারীত, শ্রোতারা নিস্তব্ধ।

কি মর্মান্তিক ঘটনা! এত শোকপ্রাপ্ত এক বিধবা ভদ্রমহিলা, ক্ষতের জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে একাকী নেপথ্যে আমাদের জন্য কি অপূর্ব স্বাদের রান্না করে গেলেন; নিঃশব্দে নীরবে! এই হৃদয়হীন অশান্ত হাঙ্গর-পূর্ণ দুর্বলকে গ্রাস করতে সদা প্রস্তুত সমাজে একক হস্তে কিশোরী কন্যাকে লালন পালন ও রক্ষার হিমালয় স্বরূপ গুরুদায়িত্বের ভার, ফল্গুধারার ন্যায় অদৃশ্য অশ্রু আর বুক জোড়া দীর্ঘশ্বাস কি আমাদের খাদ্যে সম্পৃক্ত ছিল! অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে 'রোম্যান্স' এর বিলাসিতা যেন এক লহমায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল। চোখে এত সুন্দর রূপে ধরা দেওয়া রিসর্টটি যেন হঠাৎ স্রেফ মলিন হয়ে গেল এবং চূড়ান্ত ভগ্ন এক হৃদয় নিয়ে ফেরার যাত্রা আরম্ভ করলাম। সেই ভদ্রমহিলার ক্ষমাসুন্দর চোখ ঐশ্বরিক মুখ ও ট্র্যাজেডি কি ভুলতে পারা যায়! 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'র অন্তর্নিহিত স্পিরিট-এর মূর্তিমান প্রতীককে যেন স্পর্শ করলাম!

জীবনের সবচেয়ে বড় পাঠ বোধহয় সেদিনই গ্রহণ করলাম। ঈশ্বরের সন্তানদের যথাযথ মানবাধিকার সম্মান সুরক্ষা প্রদান না করা হলে, কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সত্যিই কোনও মূল্য থাকে না। এবং 'দেশ' 'ধর্ম'র সমস্ত বাগাড়ম্বর সত্যিই কি বোগাস! 'সম্ভবত' অসমও ভারতেরই একটি অংশ এবং সেই বাঙালি পরিবারটিও ছিল 'বোধহয়' ভারতীয়ই! আর ভদ্রমহিলার স্বামী এবং তার খুনীরাও হিন্দু নামক একই ধর্মের অংশীদার ছিল। তবুও আমাদের ভারতীয় ও হিন্দু ভাইয়েরা সেই ভদ্রমহিলার সংসার ভাঙতে কিন্তু নূন্যতম দ্বিধা বোধ করেনি! হ্যাঁ, ঘৃণা বিদ্বেষ কোনও 'জাতীয়তাবাদ' বা ধর্মীয় অনুষঙ্গকে সম্মান করে না কারণ এর গরল সম্পূর্ণ সমাজকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। কবে আমরা মানবতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞাপন করতে শিখব! ঈশ্বরের প্রদান করা প্রকৃতির মতো মানব সমাজকেও কি আমরা সুন্দর করে তুলতে পারি না!

মেকআপ ছাড়া বয়স ঢাকার সহজ উপায়

ত্বক যত শুষ্ক হবে বলিরেখা হবে তত স্পস্ট। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দিনে ৩ থেকে সাড়ে তিন লিটার জল পান করুন, তাতে ত্বক ভাল থাকবে। অনেক সময় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে মুখে। তার থেকেই দেখা যায় বলিরেখার মতো সমস্যা। পাশাপাশি যৌবন ধরে রাখতে সবার আগে মন ভাল রাখুন। মেডিটেশন, শরীরচর্চা, পছন্দের কাজ করলে মনও ভাল থাকবে আর ত্বকও যৌবন ধরে রাখবে।

আয়নায় তাকালেই চোখে পড়ছে কপালের ভাঁজ, চোখের কোণে বলিরেখা, কিংবা মুখে ক্লান্তির ছাপ। আর তাতেই অস্থির হয়ে উঠছে মন? আর তা ঘাকতেই ভারী মেকআপ, কনসিলার, ফাউন্ডেশনের উপর ফাউন্ডেশন চাপাচ্ছেন? ঠিক করছেন তো? ত্বক বিশেষজ্ঞদের কথায়বয়স ঢাকতে মেকআপই একমাত্র উপায় নয়। বরং কিছু সহজ অভ্যাসেই স্বাভাবিকভাবেই আপনার ত্বকে দেখা যেতে পারে তারুণ্য। চিকিৎসকদের মতে, প্রতিদিন অন্তত ৭---৮ ঘণ্টা ভাল ঘুম প্রয়োজন, নয়তো ত্বকের কোষ সঠিকভাবে মেরামত হতে পারে না। কম ঘুমোলে চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল,মুখে ক্লান্ত ভাব দেখা যায়। বলিরেখা হয়ে উঠে আরও স্পষ্ট।

ত্বক যত শুষ্ক হবে বলিরেখা হবে তত স্পস্ট। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দিনে ৩ থেকে সাড়ে তিন লিটার জল পান করুন, তাতে ত্বক ভাল থাকবে। অনেক সময় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে মুখে। তার থেকেই দেখা যায় বলিরেখার মতো সমস্যা। পাশাপাশি যৌবন ধরে রাখতে সবার আগে মন ভাল রাখুন। মেডিটেশন, শরীরচর্চা, পছন্দের কাজ করলে মনও ভাল থাকবে আর ত্বকও যৌবন ধরে রাখবে।

আবার চিনি আর ফাস্ট ফুড ছাড়া আপনার চলেই না? বয়স ধরে রাখতে হলে দুটোই কমাতে হবে। পরিবর্তে ফল, শাকসবজি, বাদাম খেতে পারেন এই খাবারগুলো ত্বককে ভিতর থেকে তরুণ রাখে। দিনে বারবার ফেসওয়াশ ব্যবহার বন্ধ করাই ভাল। পরিবর্তে ২ বার ক্লিনজার ব্যবহার করতে পারেন। হাঁটা, বসা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও বয়স চোখে পড়ে। সোজা হয়ে হাঁটুন। আত্মবিশ্বাসী লাগবে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের সবচেয়ে বড় শত্রু। ত্বকে বেশি রোদ লাগলে রিঙ্কল, ডার্ক স্পট, ত্বক ঝুলে পড়ার মতো সমস্যা হতে পারে। বাইরে বেরলে সানস্ক্রিন অবশ্যই ব্যবহার করুন।

কী ভাবছেন মেকআপ করা ছেড়ে দিতে হবে? একেবারেই না, নিজের স্কিনের ধরন বুঝে মেকআপ ব্যবহার করুন। তবে শুধু মেক আপ করলে যৌবন ধরে রাখা সম্ভব না। লাইফস্টাইলের পরিবর্তন করলে, মন ভাল রাখলে , পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া করলেই বয়স থাকবে আপনার হাতের মুঠোয়।

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে। ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল

এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস।

শীতে খেজুরের গুড় খাওয়া ভালো

খেজুরে গুড় বা পাটালি গুড় কেবল খেতেই মজার নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে খেজুরের গুড় খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। ঠাণ্ডা কাশির সমস্যা দূর করে: খেজুরের গুড় শুষ্ক কাশি ও ঠাণ্ডা দূর করতে সহায়তা করে, মিউকাস পরিষ্কার করে। এটা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা লোকদের জন্য ভালো ঘরোয়া প্রতিকার। পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ: খেজুরের গুড়ে থাকা পুষ্টি উপাদান শরীরের কার্যক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। যা শীতকালের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে থাকা খনিজ উপাদান লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম রক্ত উৎপাদনে ও স্নায়ুক্রিয়া সক্রিয় রাখতে ভূমিকা রাখে। ওজন কমায়: খেজুরের গুড় উচ্চ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ যা শরীর থেকে পানিভাব কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। শক্তিবর্ধক: শীতকালে ক্লান্তি দেখা দিলে বা শরীর দুর্বল লাগলে গুড় খাওয়া উপকারী। এর কার্বোহাইড্রেইট যৌগ যা সাধারণ চিনির তুলনায় খাবার দ্রুত হজম হতে সহায়তা করে। নিয়মিত এক টুকরা গুড় খাওয়া শক্তি বাড়ায়। এটা দেহে এন্ডোরফিন্স নিঃসরণ করে যা শরীর ভালো রাখে ও পেটের ব্যথা কমায়। হজম শক্তি বাড়ায়: শীতকালীন অসুস্থতা ও মসলাদার খাবারের কারণে নানা রকমের পেটের সমস্যা দেখা দেয়। খেজুরের গুড় হজমে সাহায্য করে ও পেটের ব্যথা কমায়। এটা হজম রস সক্রিয় করে এবং পেট পরিষ্কার রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়: খেজুরের গুড় হাড় দৃঢ় করতে সহায়তা করে ও হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়। এটা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ তাই হাড় শক্ত ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ, রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়।

রূপচর্চা- বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুক না কেনো সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

রবিবার আগরতলায় বাম সংগঠনের উদ্যোগে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হিজাব পরিহিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন: ওওয়াইসী, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ

মুম্বাই, ১১ জানুয়ারি: আসাদুদ্দিন ওওয়াইসী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে, যখন ওওয়াইসী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটি হিজাব পরিহিত মহিলাকে দেখার স্বপ্নের কথা বলেছেন। তার এই মন্তব্যের পর, শর্মা সমালোচনা করেন। শনিবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে এক নির্বাচনী সমাবেশে ওওয়াইসী ভারতের সংবিধানটির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান তার অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বভাবকে তুলে ধরেছে। পাকিস্তানের সংবিধান স্পষ্টভাবে বলেছে যে সেখানে একজন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি ধর্মের হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে, কেউ-ই জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সীমাবদ্ধ নয়। আমার স্বপ্ন, একদিন এমন একটি সময় আসবে যখন হিজাব পরিহিত এক মেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে।'

এই মন্তব্যের পর, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী, কোনও বাধা নেই। যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। কিন্তু ভারত একটি হিন্দু দেশ, হিন্দু সভ্যতা। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।' ওওয়াইসী শর্মার বক্তব্যের পালটা দিয়ে সোমবার নাগপুরে সাংবাদিকদের বলেন, 'তার মাথায় একটা ''টিউবলাইট'' রয়েছে। তিনি সংবিধানে শপথ নিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও কি লেখা আছে ভারত হিন্দু প্রধান দেশ? পাকিস্তানের সংবিধান বলে একজন নির্দিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আমাদের দেশে বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধান তৈরি করেছেন, তিনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ছিলেন।'তিনি আরও বলেন, 'দুঃখজনকভাবে, যারা সংবিধান ও এর আত্মা বুঝতে পারেন না, তারা মনে করেন এই দেশ শুধুমাত্র এক সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য এই যে, এখানে যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন না, তাদের জন্যও স্থান রয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মনোভাব সংকীর্ণ, তাই তিনি এমন কথা বলেন।'

এদিকে, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুণাওয়ালা ওওয়াইসীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি এক পোস্টে বলেন, 'হিজাবওয়ালি প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে বলেছেন মিয়ান ওওয়াইসী। মিয়ান ওওয়াইসী, সংবিধান কাউকেই বাধা দেয় না, তবে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, এআইএমআইএম-এ একটি পাসমান্দা বা হিজাবওয়ালি নারীকে আপনার সভাপতি বানাতে।'

এই বিতর্কের মধ্যে, ওওয়াইসী আরও একটি বিষয় উত্থাপন করেন, যা হল ইউপিএ সরকারের সময় ''অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন''-এর সংশোধনী। তিনি কংগ্রেসকে দোষী করেন এবং দীর্ঘকালীন অন্তর্বর্তীকালীন বন্দী করার জন্য এই আইনকে ব্যবহার করার অভিযোগ করেন। উমর খালিদ এবং শর্জিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আইনের ভাষা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে।

বিএলও-দের নতুন দায়িত্ব দিল নির্বাচন কমিশন, সঠিক তথ্য আপলোড করতে হবে

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি: নির্বাচন কমিশন বুথস্তরের আধিকারিক বা বিএলও-দের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও যাঁদের সঙ্গে কোনো কারণে ম্যাপিং হয়নি, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে আপলোড করতে হবে। শুধু আপলোড করা নয়, ওই তথ্য ''সার্টিফাই''ও করতে হবে।

কমিশন জানিয়েছে, ২০০২ সালের এসআইআর তালিকায় থাকা অনেক ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল, কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে তাঁদের ম্যাপিং হচ্ছিল না। কমিশন জানিয়েছে, এসব ভোটারদের শুনানির জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বিএলও-দের দায়িত্ব হবে, তাঁরা বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের তথ্য যাচাই করে, সেগুলি নতুন করে আপলোড করবেন। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৪ নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গে ১১ ডিসেম্বর এনুমারেশন পর্ব শেষ হওয়ার পর ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়ে। কমিশন জানিয়েছিল, ''নো ম্যাপিং'' তালিকায় থাকা প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হবে। এছাড়াও, লক্ষাধিক ভোটারকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদের তথ্য যাচাই করার জন্য শুনানির ডাক দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় নির্বাচন কমিশনের তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় নাম ছিল এক কোটি ৩৬ লক্ষের। তবে ২ জানুয়ারি কমিশন জানায়, ওই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৪ লক্ষ ৪৯ হাজারে, অর্থাৎ ৪১ লক্ষ ৫১ হাজার কমে গেছে।

অন্যদিকে, 'নো ম্যাপিং'-এর পর 'প্রজেনি ম্যাপিং' ভোটারদের শুনানির জন্য ডাকার তোড়জোড় শুরু করেছে কমিশন। ''প্রজেনি ম্যাপিং'' হল এমন একটি তালিকা, যেখানে একাধিক ভোটারের বাবা বা অভিভাবক একই। অর্থাৎ, এক জন অভিভাবকের নামে একাধিক ভোটার এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রায় ২৪ লক্ষ ভোটার রয়েছেন। তাঁদের শুনানির জন্য নোটিস তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং শীঘ্রই তা বিলি শুরু হবে।

নাবালিকা হকি খেলোয়াড়কে ধর্ষণের অভিযোগ; গ্রেফতার হরিয়ানার জুনিয়র কোচ

রেওয়ারি, ১১ জানুয়ারি : খেলার মাঠের শৌচাগারে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক জুনিয়র হকি কোচের বিরুদ্ধে। নারকীয় এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার রেওয়ারি জেলায়। নির্য্যাতিতা নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পর সম্প্রতি তার গর্ভপাত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কোচকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগে দ্বাদশ শ্রেণীর ওই ছাত্রী জানিয়েছে, গত তিন বছর ধরে সে অভিযুক্ত কোচের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। অভিযোগ, মাস চারেক আগে স্টেডিয়ামের বাথরুমের ভেতর তাকে প্রথমবার ধর্ষণ করেন ওই কোচ। লোকলজ্জার ভয়ে এবং ভয়ে শুরুতে সে মুখ না খুললেও, পরে শারীরিক পরিবর্তনের ফলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

নির্য্যাতিতা ওই কিশোরী জানায়, ধর্ষণের ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। গত ৫ই জানুয়ারি আচমকা তার গর্ভপাত হয়। শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। শুক্রবার খোল থানায় ওই কোচের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্য্যাতিতা। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ অভিযুক্ত জুনিয়র কোচকে গ্রেফতার করে। রেওয়ারি পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার অভিযুক্তকে স্থানীয় আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে দু''দিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার পেছনে অন্য কারোর মদত ছিল কি না বা অভিযুক্ত এর আগেও এমন কাজ করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং ক্রীড়াবিদদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দেশব্যাপী পুলিশের জন্য বড় সাফল্য: কুখ্যাত ডাকাত আবিদ আলী গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছিল কুখ্যাত অপরাধী আবিদ আলী, যিনি রাজু ও রহমত নামে পরিচিত ছিলেন। অবশেষে সুরত ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি গোপন অভিযানে তাকে সুরতের লালগেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রেপ্তারের সময় একটিও গুলি চলেনি, যা পুলিশের কর্মকর্তাদের জন্য স্বস্তির বিষয়। রহমত ডাকাত প্রায় ২০ বছর ধরে অপরাধের জগতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৪টি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা তার আন্তঃরাজ্য অপরাধী নেটওয়ার্কের প্রধান ছিলেন। নানা রূপে সেজে অপরাধ করার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কখনো তিনি ভুয়া সিবিআই অফিসার হয়ে মানুষের সঙ্গে ঠকতেন, আবার কখনো সাধু বা বাওড়ির বেশ ধারণ করে লুটপাট চালাতেন।

পুলিশের মতে, রহমত ডাকাত ''ইরানি ডেরা'' নামে একটি কুখ্যাত গ্যাংয়ের মূল পরিকল্পনাকারী। এই গ্যাংটি ভোপাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করত এবং লুটপাট, ঠকবাজি, অগ্নিসংযোগের মতো গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিল। একাধিক মামলায় তার বিরুদ্ধে এমসিওসিএ এর মতো কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

রহমত ডাকাত অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত টাকায় বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। তার শখ ছিল দামি গাড়ি, স্পোর্টস বাইক, এমনকি আরবি ঘোড়াও পালন করতেন। পুলিশ দাবি করছে, অপরাধ থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে সে এক অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করত, এবং এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহের বাইরে ছিল।

তথ্য অনুযায়ী, রহমত ডাকাত সুরত শহরে নতুন শিকার খুঁজতে এসেছিল। এই সময়েই সুরত ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায়। এরপর একটি কৌশলী জাল পাতলে তাকে আটক করা হয়। সুরত ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) ভবেশ রাজিয়া জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারির পর বেশ কিছু পুরনো অপরাধের তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। রহমত ডাকাত প্রায় ১৩-১৪ বছর ধরে ভোপালের আমন নগর এলাকায় বসবাস করছিল এবং 'রহমত ডাকাত' নামে তার খ্যাতি ছিল।

পুলিশ আশা করছে, রহমত ডাকাতের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যদের এবং অনেক অবসিদ্ধ অপরাধের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে। এটি শুধু সুরত শহর, বরং সারা দেশের পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

এই গ্রেপ্তারি শুধুমাত্র সুরত পুলিশ বাহিনীর জন্যই নয়, সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অমিত শাহ থিরুবনন্তপুরমে ''মিশন ২০২৬'' চালু, কেরলে বিজেপি সরকার গঠন হবে লক্ষ্য

থিরুবনন্তপুরম, ১১ জানুয়ারি: কেরালার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির সিনিয়র নেতা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার ''মিশন ২০২৬'' ঘোষণা করেছেন। তিনি বিজেপি সদস্যদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, কেরালায় একটি বিকশিত রাজ্য গড়ে তুলতে এবং বিজেপি সরকারের অধীনে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে কাজ করছে বিজেপি।

উদয় প্যালেস কনভেনশন সেন্টারে কোভিডিয়ারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অমিত শাহ বলেন, 'বিকশিত ভারত গঠনের পথ কেরালার বিকাশের মধ্য দিয়ে যাবে। বিজেপি কেরালার উন্নয়নে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং আমরা একটি বিকশিত কেরালা গঠন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

এছাড়া, সাবরি মালা সোনা কেলেঙ্কারি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত দুই মন্ত্রী জনগণের মনে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত। তারা এমন তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন না, যা নিরপেক্ষ হবে। যারা সাবরি মালার সম্পদ রক্ষা করতে পারেননি, তারা আমাদের বিশ্বাসও রক্ষা করতে পারবেন না। গোটা দেশই এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন।'

অমিত শাহ আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একটি সুষম উন্নয়ন মডেল উপস্থাপন করেছেন এবং ভারতের অবকাঠামো এখন বিশ্বমানের। কেরালাও একটি ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে শুধুমাত্র রেমিটেন্স অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে একটি নতুন দিশা নিতে হবে।'

নৈশ্য প্রহরীর রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের আধিকারিকদেরও আমন্ত্রণ জানান। মানুষের স্বার্থে কংগ্রেসের আহ্বানে অনশন মঞ্চে বসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কংগ্রেস নেতৃত্বের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে মনরেগা পুনর্বহাল না হলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

এদিকে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন (এমজিএনরেগা)-এর নাম পরিবর্তন করে 'জি রাম জি' করার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার চার ঘণ্টার উপবাস ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমজিএনরেগা প্রকল্প থেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দিয়েছেএমন অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বলেন, মহাত্মা গান্ধী শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি ভারতীয় জাতির আত্মা ও আবেগের প্রতীক। তাঁর নাম মুছে ফেলার এই সিদ্ধান্ত দেশের জাতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার উপর সরাসরি আঘাত। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে কংগ্রেস আগামী দিনে দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার কংগ্রেস দলের পরিষদীয় নেতা স্থানীয় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্যী, রনু মিয়া, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সেনগুপ্তসহ জেলা ও ব্লক স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ব ও অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী। কর্মসূচি চলাকালীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনের এলাকা।

অপরদিকে, এমজিএনরেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলার প্রতিবাদে এবং কাজ ও মজুরির অধিকার পুনঃস্থাপনের দাবিতে রবিবার উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে জামতলা এলাকায় এক গণ-অনশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনশন মঞ্চ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হলোকাজ করার সাংবিধানিক অধিকার পুনঃস্থাপন, মজুরির অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এমজিএনরেগা প্রকল্প অবিলম্বে পুনরুদ্ধার, সর্বভারতীয় সর্বনিম্ন মজুরি ৪০০ টাকা নির্ধারণ

এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর জেলা কংগ্রেস-এর সভাপতি টিটন পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিলন কর, প্রদেশ ওবিসি ডিপার্টমেন্টের সহ-সভাপতি প্রল্লাদ ঘোষ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আর কে পুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রনজিৎ দেবনাথ, মামাবাড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জয়দেব কান্তি রায়, বাগমা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আরত বাহাদুর মলছম, কাকরাবন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নিত্যগোপাল সাহা এবং জেলা মাইনোরিটি কংগ্রেস সভাপতি রোশন মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্প শুধু একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাঁচার অধিকার। এই প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া আদর্শ ও সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী বলে তারা মন্তব্য করেন। দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

অযথা রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বিধায়ক ও মন্ত্রীদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক নজরদারি রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। তিনি বলেন, রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, কীর্তনের চাঁদাকে কেন্দ্র করে কিছু দুষ্কৃতী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় কয়েকটি বাড়িঘর ও গাড়িতে আগুন লাগানো হয়। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঊনকোটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসপি অভিনাশ রাইয়ের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

ভারতে আনা হয় বলে তাঁর দাবি।

সুইটি আরও অভিযোগ করেন, কয়েক মাস আগে নির্য্যাতনের অভিযোগ জানাতে তিনি মেলাঘর থানায় গেলে, বাংলাদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে আটক করা হয়নি। বরং পুলিশ ১৫ হাজার টাকা নিয়ে তাকে পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর থেকেই তার উপর নির্য্যাতন আরও বেড়ে যায় বলে তিনি জানান।

বর্তমানে সোনামুড়া থানার হেফাজতে থাকা সুইটি আক্তার আজ সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তিনি জানান, নির্য্যাতন থেকে রক্ষা পেতে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। একই সঙ্গে অভিযোগগুলির সঠিক তদন্ত ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।

শহরের উপকণ্ঠে উদ্ধার মানব

● প্রথম পাতার পর

পুরুষ ব্যক্তির। তবে এখনও পর্যন্ত কঙ্কালটির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে মৃতদেহটি এই এলাকায় পড়ে রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে। কেননা মৃতদেহটি পচে গলে প্রায় কঙ্কালসারে পরিণত হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেনসিক টিম। কঙ্কালটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি নির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে কোনও ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন কিনা, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশকে বিভক্ত

● প্রথম পাতার পর

তিনি অভিযোগ করেন, ইতিহাসে অনেক সময় ধর্মীয় উগ্রতার কারণে এই আক্রমণগুলিকে কেবল লুটপাটের ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং যারা মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদের সংগ্রাম ইতিহাসে গুরুত্ব পায়নি। তিনি আরও বলেন, পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতারা উগ্রপন্থীদের কাছে মাথা নত করেছিলেন, এবং জনগণের গভীর আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে উপেক্ষা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল, তারা এখনো সক্রিয় এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে সজাগ এবং শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

এদিন, গুজরাট সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রভাস পাটনে ঐতিহাসিক সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে 'শৌর্য যাত্রা' নেতৃত্ব দেন। ১০৮টি ঘোড়ার শোভাযাত্রাটি সোমনাথ মন্দির রক্ষার জন্য লড়াই করা অগণিত যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে আয়োজিত হয়েছিল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সিংহভি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। হাজার হাজার ভক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শোভাযাত্রা শেষে সোমনাথ মন্দিরে পুজো ও প্রার্থনা করেন।

পরবর্তীতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী আহমেদাবাদ মেট্রোর ফেজ ২ এর বাকি অংশ (সেক্টর ১০এ থেকে মহাত্মা মন্দির মেট্রো স্টেশন, গান্ধীনগর) উদ্বোধন করবেন।

খেলাধুলা, যোগা ও

● প্রথম পাতার পর

সুস্থতিনিই প্রকৃত অর্থে সুস্থ। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকলে মানুষ নিজেকে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল রাখতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশুদ্ধ পানীয় জল, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটি বড় সমস্যা এখনও রয়ে গেছেতা হলো মাদক।

মন্ত্রী বলেন এই মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো খেলাধুলা, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতি ও যোগাভ্যাস। বর্তমান রাজ্য সরকার এই দিকগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

সংস্কৃতি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন আমরা যদি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারি, তবে মাদক আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকবে। মাদক পাচারকারীরা সমাজ ধ্বংস করছে। তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই ধরনের অপরাধে আদালত থেকেও জামিন মিলবে না।

তিনি যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, ত্রিপুরার যুবকরা অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং তাদের অবশ্যই খেলাধুলা ও বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে মন্ত্রী বলেন আমাদের আধুনিক হতে হবে, তবে কখনও আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলে গেলে চলবে না।

শেষে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন , দীর্ঘ ৩৫ বছর সিপিআই(এম) রাজ্য শাসন করলেও রাজ্যের যথাযথ উন্নয়ন হয়নি। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মাদক এবং এর থেকে দূরে থাকাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার একমাত্র পথ।

রবিবার আগরতলা স্থিত দুর্গা বাড়িতে নবগ্রহ পুজোর আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় অধিকার ও ঐতিহ্য রক্ষার দাবিতে আগরতলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজ্যস্তরের মোমবাতি মিছিল

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: ধর্মীয় অধিকার ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য সুরক্ষার দাবিতে রবিবার আগরতলা শহরের বেনুবন বুদ্ধ বিহার-এ রাজ্যস্তরের এক শান্তিপূর্ণ মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ সংগঠনের সদস্যরা।

মোমবাতি, বৌদ্ধ পতাকা ও বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় ঐক্য ও ন্যায়বিচারের বার্তা তুলে ধরেন। মিছিল থেকে বোধগয়া মহাবোধি মন্দিরকে বৌদ্ধবিহীন নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি ১৯৪৯ সালের বোধগয়া মন্দির (বিটি) আইন বাতিলের জোরালো দাবি জানানো হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, বোধগয়া মহাবোধি মন্দির বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ পবিত্র তীর্থস্থান হলেও সেখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, যা ধর্মীয় অধিকারের পরিপন্থী। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে বৌদ্ধদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া বৌদ্ধ ফোরাম-এর রাজ্য কমিটি এবং সহযোগী বিভিন্ন বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে ঐক্য, বিশ্বাস, ন্যায়বিচার এবং সকল ধর্মের জন্য সমান মর্যাদার আহ্বান জানানো হয়। সমগ্র মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা গণতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের দাবি সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মানব ও বিশ্ব শান্তির কামনায় আগরতলার দুর্গাবাড়িতে নবগ্রহ মহাযজ্ঞ সমাবেশ

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: মানব শান্তি ও বিশ্ব শান্তির কামনায় আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়িতে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো নবগ্রহ মহাযজ্ঞ সমাবেশ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনভর এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ইতিবাচক শক্তির বিকাশ ঘটাতেই এই নবগ্রহ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা বলেন, এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলে মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অবিবাহিতদের বিবাহ, চাকরি প্রাপ্তি, সন্তান লাভ সহ জীবনের নানা প্রত্যাশা পূরণে এই যজ্ঞ সহায়ক বলে বিশ্বাস করেন ভক্তরা।

আয়োজকদের আরও বক্তব্য, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেভাবে হিন্দু সমাজের উপর নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও ঐক্য জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান ঘিরে দুর্গাবাড়ি চত্বরে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ধর্মীয় আবহ ও শান্তির বার্তায় মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মধ্য ডুকলি ঘোষপাড়া সুভাষনগর শিব কালী মন্দিরের ৬১তম স্বর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে রক্তদানের শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: মধ্য ডুকলি ঘোষপাড়া সুভাষনগর শিব কালী মন্দিরে ৬১তম স্বর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে এক রক্তদানের শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, মন্ডল সভাপতি মান্তু দেবনাথ,এলাকার কাউন্সিলার উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। মধ্য ডুকলি ঘোষপাড়া সুভাষ নগর এর শিব কালী মন্দিরে রবিবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

রক্তদানের উদ্বোধন করে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন সনাতন ধর্মের মূল আদর্শই হল মানব সেবা। আজ মধ্য ডুকরি ঘোষপাড়া সুভাষ নগর শিবকালী মন্দিরের ৬১তম স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে প্রায় দেড়শতাধিক রক্তদাতা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। উপাধ্যক্ষ প্রত্যেক রক্তদাতার সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। তিনি বলেন আমাদের রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের ঘাটতি রয়েছে। রাজ্য সরকার নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে রক্তের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। উপাধ্যক্ষ এদিন প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বনমালীপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আটদিনব্যাপী কর্মসূচি

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: আগরতলা শহরের বনমালীপুরস্থিত রাম ঠাকুর সেবা মন্দির-এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে ৯ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আট দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর স্বরূপ চতুর্থ মোহন্ত মহারাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ভব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ ও নির্দেশে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ পাঁচ দশকের ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের এই বিশেষ আয়োজন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল ভক্তদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, যা মন্দির চত্বর থেকে শুরু হয়ে আশপাশের এলাকা পরিক্রমা করে। ভক্তদের উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা ছিল উৎসবমুখর।

সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের তৃতীয় দিনে আজ অনুষ্ঠিত হয় একটি রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর মহন্ত মহারাজ কালিপদ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবে ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। আয়োজকদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানবসেবাই এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য।

সামনের দিনগুলিতেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রয়াত ”ইন্ডিয়ান আইডল” খ্যাত গায়ক প্রশান্ত তামাং, ৪৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : প্রয়াত হলেন ”ইন্ডিয়ান আইডল” খ্যাত জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্ত তামাং। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান শেষে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির দ্বারকার একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। রবিবার সকাল ৭টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই দার্জিলিংয়ের ভূমিপুত্র।

গানের জগতে পরিচিতি পাওয়া ছাড়াও, নেপালি বিনোদন জগতে তাঁর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের সমর্থক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর এই দাবি নিয়ে দার্জিলিং পাহাড়ে শুরু হয়েছিল অশান্তি।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে দার্জিলিংয়ে জন্ম নেওয়া প্রশান্ত ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পুলিশে চাকরি করার সময় ”ইন্ডিয়ান আইডল” প্রতিযোগিতার অডিশনে অংশ নেন তিনি, যেখানে ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সঙ্গীত জগতে সাড়া ফেলে দেন। এরপরই বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি হয়, বিশেষত এক রেডিও জকির বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের পর, যা গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

তবে এসব বিতর্কের মধ্যেও তিনি তাঁর কেরিয়ারকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। বলিউডে প্লেব্যাক সঙ্গীতের পাশাপাশি নেপালি চলচ্চিত্র জগতেও নিজের স্থান পেয়ে ছিলেন। অভিনেতা হিসেবে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করলেও, দার্জিলিংয়ের বাড়িতে ফিরে আসা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।

প্রশান্ত তামাংয়ের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা ও নেপালি বিনোদন জগত। তাঁর পরিবারের সদস্যরা দার্জিলিংয়ের বাড়িতে তাঁর দেহের ফেরার অপেক্ষায় আছেন।

উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল ২ কোটি ৮৯ লক্ষ নাম, উদ্বেগে বিজেপি নেতৃত্ব

লখনউ, ১১ জানুয়ারি : তিন দফা সময়সীমা বাড়ানোর পর অবশেষে প্রকাশিত হল উত্তরপ্রদেশের এসআইআর পর্বের প্রথম ধাপের খসড়া ভোটার তালিকা। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটারের নাম, যা নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও বাংলায় এক কোটি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হলেও, সেই তুলনায় উত্তরপ্রদেশে ৫ গুণ বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

এরপরই উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত সামনে থাকা বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী সহ একাধিক শীর্ষ বিজেপি নেতা একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে রাজ্যের সাংসদ ও বিধায়করাও অংশ নিয়েছেন। নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নজর দেওয়া হচ্ছে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও।

বৈঠকের পরে বিজেপির মণ্ডল স্তরের নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ভোটারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়। যারা খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁদের ফর্ম-৬ দিয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে। জেলা সভাপতি, বিধায়ক, সাংসদদেরও এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

লখনউতে প্রায় ১২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যা খসড়া তালিকার ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়া। গাজিয়াবাদে ৫ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ গেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতেও ১৮.১৮ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। একইভাবে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিধানসভা কেন্দ্র গোরক্ষপুরেও ১৭.৬১ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

এভাবে ভোটারদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিজেপি নেতৃত্ব নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তিত। যোগী প্রশাসন চাইছে, বাদ পড়া নামগুলো যাতে ফের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যাতে নির্বাচনে তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি কমানো যায়।

ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কৈলাশহরে দশদিনব্যাপী মেলার সমাপ্তি দিনে স্বাস্থ্য দিবস, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও রক্তদান শিবির

কৈলাশহর, ১১ জানুয়ারি: ভগবান বিরসা মুন্ডা-র ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আশ্রয় সামাজিক সংস্থা-র উদ্যোগে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী মেলার সমাপ্তি ঘটল আজ কৈলাশহর শহরে।

মেলার দশম তথা সমাপ্তি দিনটিকে ‘স্বাস্থ্য দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক বৃহৎ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে দা হোপ অথরিটির ব্যবস্থাপনায় ঊনকোটি নার্সিং হাসপাতাল-এর উদ্যোগে একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য শিবিরে মেডিসিন, অর্থোপেডিক্স, স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ ও চক্ষুরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। পাশাপাশি রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও নার্সিং হাসপাতালের পক্ষ থেকে আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য কার্ড তৈরির ব্যবস্থাও রাখা হয়।

সমাজসেবামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এদিন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। স্থানীয় যুবক-যুবতীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রক্তদান শিবিরটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, ভগবান বিরসা মুন্ডার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজসেবা, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়েই এই জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

কৃষ্ণনগরে চুরির ঘটনার কিনারা, নগদ ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সহ যুবক আটক

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে সংঘটিত চুরির ঘটনার দ্রুত কিনারা করল পশ্চিম থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া মোট ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, একটি ঘড়ি সহ অমল অধিকারী নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত অমল অধিকারীকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও চুরি যাওয়া সামগ্রী।

এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এডিশনাল এসপি ধ্রুব নাথ জানান, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে পায়। তার ভিত্তিতেই দ্রুত অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও জানান, বাকি অর্থ উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের এই সাফল্যে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

রাজ্যে ও বাংলাদেশে হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় বিক্ষোভ ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১১ ই জানুয়ারি:-ফটিকরায় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ইউনুস সরকারের পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে বিলোনীয়াতে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মিছিল। রবিবার সকাল এগারোটায় ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিক্ষোভ শেষে বিলোনীয়া শহরে এক মিছিল সংগঠিত করে, মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্য্যালয়ের সামনে শেষ হয়। ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বিক্ষোব কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিধায়ক দীপংকর সেন।

ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটির আয়োজিত কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন, প্রবীন রাজ্য কৃষক নেতা বাসুদেব মজুমদার, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য পরিষদের সদস্য জহর দেবনাথ , সুবল রায়, বিজন পাল সহ সংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

শিমলায় বাড়িতে ফাটল, আতঙ্কে বহু পরিবার রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে

সঞ্জৌলি, ১১ জানুয়ারি: শিমলার সঞ্জৌলি এলাকায় একের পর এক বাড়িতে ফাটল দেখা দেওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার রাতে আচমকাই বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দেয়, যার ফলে রাতারাতি ১৫টি পরিবারের ৪০ জন সদস্যকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। এই পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সঞ্জৌলি এলাকার কাছে চালাউন্তি বাইপাসে সুড়ঙ্গ খননের কাজ চলছে। ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খনন করা হচ্ছে, যার ফলে ভূকম্পনের সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই কম্পনের কারণে বাড়িগুলিতে ফাটল ধরেছে। তবে প্রশাসন এই ঘটনাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করছে এবং অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এলাকায় এতগুলো বাড়িতে একযোগভাবে ফাটল ধরার খবর পেয়ে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। জেলাশাসক পঙ্কজ শর্মার নির্দেশে ফাটল ধরা বাড়িগুলি খালি করানো হয় এবং ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইন্দর সিংহ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তিনি নির্মাণ সংস্থাকে জানিয়েছিলেন যে সুড়ঙ্গ খননের কাজের কারণে তাদের বাড়ির ক্ষতি হচ্ছে এবং ফাটল দেখা দিয়েছে। এর পরেই নির্মাণকারী সংস্থার কর্মকর্তারা এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বলেন যে এই ধরনের ফাটল স্বাভাবিক। তবে পরবর্তীতে সেই কর্মকর্তারা তাদের বাড়ি খালি করার পরামর্শ দেন, যা বাসিন্দাদের জন্য আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী অনিরুদ্ধ সিংহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। মন্ত্রীর দাবি, গত দেড় বছর ধরে কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। অধিগৃহীত জমিগুলিতে সম্পত্তির ক্ষতি নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এটি প্রথমবার নয়, এর আগেও গত বছরের জুন মাসে শিমলার সঞ্জৌলি এলাকার কাছেই মাঠু কলোনিতে একটি বহুতল ভবন ধসের কারণে ভেঙে পড়েছিল। তদন্তকারী কমিটি তখন জানিয়েছিল, চাল লেনের সড়ক নির্মাণের জন্য পাহাড় কাটা হচ্ছে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

উল্লেখযোগ্য, ২০২৩ সালে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠেও প্রায় ৯০০ বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল। সেখানে ফাটল দেখা দিয়েছিল রাস্তা, জমি এবং স্থানীয় মন্দিরগুলোতেও। এই পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যে, শহরের উন্নয়নমূলক কাজের কারণে পরিবেশের ওপর চাপ পড়ছে, যার ফলে এসব ফাটল দেখা দিচ্ছে।

চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম: ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে ঐতিহাসিক বলল টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম প্রদানের নির্দেশ দিয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়কে ঐতিহাসিক, যুগান্তকারী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিল ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক অজয় পাল এই রায়কে স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, এই রায়ের ফলে টিআরবিটি পরিচালিত টেট শিক্ষকরা চাকরির প্রথম দিন থেকেই রেগুলার পে স্কেল পাওয়ার অধিকারী হবেন। বিশেষ করে যারা পাঁচ বছরের ফিক্সড পে-তে রয়েছেন, তারাও এই রায়ের সুফল পাবেন।

অজয় পাল আরো বলেন, সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই ফিক্সড পে প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে এবং চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম চালুর দাবি জানিয়ে আসছে। আদালতের এই রায় সেই দাবির নৈতিক ও আইনগত স্বীকৃতি। তিনি বিচারপতি, আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান।

সংবাদিক সম্মেলনে অজয় পাল আরও বলেন, অষ্টম বেতন কমিশন গঠন, গ্রেড পে-র বৈষম্য দূরীকরণ, ডিএ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিও সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষা দফতরের কিছু আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা-এর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে দ্রুত এই রায় কার্যকর করেন। রাজ্য সরকার, মন্ত্রিসভা ও আমলাদের উদ্দেশ্যেও এই রায় বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজেশ দত্ত সহ সদস্য সুরজিত দত্ত, বলরাম রায়, সনন্দ পাল, মিসর দাস ও পূর্নেন্দু সূত্রধর।

১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করার আহ্বান, আগরতলায় বামপন্থী সংগঠনের কনভেনশন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে দেশব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচিকে রাজ্যে সফল করার লক্ষ্যে সিআইটিইউ সহ বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন, সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়।

এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, ইউটিইউসি, টিইউসিসি, এআইসিসিটিইউ, সংযুক্ত কিষান মোর্চা, ফেডারেশন ও অন্যান্য সংগঠন। সভায় শ্রমকোড বাতিল, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি প্রত্যাহার এবং কৃষকদের চরম স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দেশব্যাপী ১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এর প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই।

কনভেনশন থেকে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি ১২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিলোনিয়া জেলা আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ জানুয়ারি: জমজমাট ক্রিকেটের লড়াই উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠে। রবিবার সকালে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দখল করে জেলা আরক্ষা প্রশাসনের পুলিশ টিম , অপরদিকে বিলোনিয়া সাংবাদিক একাদশ রানার্স ট্রফি দখল করে। নেশা ছাড়ো, মাঠে আসো। এই বার্তা দিয়ে জেলা আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাবস্থাপনায় বনকর উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠে আয়োজিত হয় এই টুর্নামেন্ট রবিবার সকাল দশটায়। টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় জেলা পুলিশ প্রশাসনের টিম বনাম বিলোনিয়া সাংবাদিক একাদশ। টসে জয়ী হয় আরক্ষা প্রশাসনের পুলিশ একাদশ বেটিং করে পনের ওভারে ১১৮ রান সংগ্রহ করে। সাংবাদিক একাদশ টিম ১১৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে পনের ওভারের শেষে আট উইকেটে ৭৬ রান সংগ্রহ করে রানার্স হয়।

বিজয়ী পুলিশ টিমের হাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তুলে দেন বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণধন চক্রবর্তী ও রানার্স টিম সাংবাদিক একাদশের হাতে রানার্স ট্রফি তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে খেলতে অংশগ্রহণ করেন, জেলা পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঋষভ বি সহ অন্যান্যরা খেলায় অংশগ্রহণ করে।

সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সভাপতি উৎপল বৈদ্য, কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, রকি পাল ও অশোক দাসগুপ্ত সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এই দিনের আয়োজিত টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী , অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিগন।

সংবিধান বাঁচাও, গণতন্ত্র ও সংরক্ষণ রক্ষার দাবিতে মেলাঘরে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সাংগঠনিক কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১১ জানুয়ারি: রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে “সংবিধান বাঁচাও, গণতন্ত্র ও সংরক্ষণ রক্ষা করো”এই মূল স্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি-র রাজ্য কমিটির আহ্বানে সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘরে এক সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার মেলাঘরস্থিত সিপিআইএম মেলাঘর অঞ্চল অফিস-এর হলঘরে আয়োজিত এই কনভেনশনে বিভাগের বিভিন্ন এলাকার সাংগঠনিক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিলসংবিধানের সুরক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর ক্রমাগত আঘাতের প্রতিবাদ। এই বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি রতন ভৌমিক, অধ্যাপক দেবব্রত গোস্বামী এবং সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক তপন দাস। কনভেনশনের সভাপতিত্ব করেন রাজবিহারী দাস।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের পর বিজেপি পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধান, গণতন্ত্র ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি সরকারের গুরুত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। তাঁদের আরও বক্তব্য, আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বর্তমান সরকার কার্যত উদাসীন। বরং ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সমাজে বিভাজনের রাজনীতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশে নেতৃত্বরা আহ্বান জানান, প্রতিটি কর্মীকে দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সংগঠিতভাবে প্রতিবাদে শামিল হতে হবে। বক্তারা বলেন, অনেক মানুষ সরকার সম্পর্কে চরম অসন্তুষ্ট হলেও ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারছেন না। তাই মানুষের ঘরে পৌঁছে তাঁদের কথা শোনা এবং সমস্যা তুলে ধরাই এখন সংগঠনের প্রধান কর্তব্য।

খেলাধুলা

গন্ডছড়াকে ৩০৭ রানে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত মোহনপুরের। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৩০৭ রানের বিশাল ব্যবধানে শক্তিশালী গন্ডাছড়াকে হারিয়ে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় মোহনপুর ইনিংস সহ ৭৭ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছিল। টানা দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে মোহনপুর যথারীতি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। শনিবারে খেলার প্রথম দিনে গন্ডাছড়াকে প্রথম ইনিংসে স্বল্প রানে থামিয়ে মোহনপুর বড় স্কোরের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যে অনেকটাই প্রত্যাশা করছিল। প্রথম দিনের খেলা শেষে মোহনপুর ১৮৫ রানে এগিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে দুই শতাধিক রান করার পাশাপাশি বোলারদের দাপটে গন্ডাছড়াকে স্বল্প রানে থামিয়ে দিয়ে মোহনপুর মূলতঃ জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার প্রহর গুনছিল। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটে সি গ্রুপের খেলায় নীপকো গ্রাউন্ডে, রবিবারে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরু করে ৮ উইকেটে ২১৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দিলে গণ্ডাছড়া ৩৬৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। মোহনপুরের পাঁচজন বোলারের প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রয়াসে গন্ডাছড়া ৬০ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রণব দাস সর্বাধিক ২৭ রান পায়।

মোহনপুরের সপ্তদ্বীপ দত্ত, জয়ন্ত বিশ্বাস, পিনাক দেব, পান্থর দেববর্মা ও অঙ্কিত দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। শনিবারে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৫৮.৫ ওভার খেলে ২০১ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে গন্ডাছড়া ৫১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ১৫০ রানে লিড নিয়ে মোহনপুর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১১ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করেছিল কোনও উইকেট না হারিয়ে। প্রথম ইনিংসে মোহনপুরের অঙ্কিত দাসের ৯৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সপ্তদ্বীপ দত্ত একাই ৬ উইকেট তুলে নিয়েছিল ২২ রানের বিনিময়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও দুই উইকেট অর্থাৎ এক ম্যাচে ৮ উইকেট দখল করে সপ্তদ্বীপ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সাব্রুমকে ছয় উইকেটে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জিরানিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জিরানিয়া। দুর্বল প্রতিপক্ষ সাব্রুম কে ছয় উইকেটে হারিয়ে। সাব্রুম নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওপিসি-র কাছে ইনিংস সহ ৪৮ রানে হেরেছিল। এদিকে জিরানিয়া দল ও প্রথম ম্যাচে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে পোলস্টারের কাছে। দ্বিতীয় ম্যাচে সাব্রুমের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে জিরানিয়া অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে গ্রুপ এ-এর খেলায় দ্বিতীয় দিনে সাব্রুম ৮০ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে জবাবে জিরানিয়া ১২.১ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় ৪১ রান সংগ্রহ করে নেয়। প্রথম দিনে শনিবার এই পিচে ২৬ উইকেটের পতন ঘটেছিল। দিনের খেলা শেষে সাব্রুম ১৩ রানে পিছিয়ে ছিল। হাতে উইকেট ছিল চারটি। এর আগে সাব্রুম প্রথম ইনিংসে ৩৩ ওভারে ৬৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জিরানিয়া ৩৬.৪ ওভার খেলে ১০৪ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিয়েছিল। ৪০ রানে পিছিয়ে থেকে সাব্রুম দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল। ব্যাটিংয়ে জিরানিয়ার পক্ষে রাজদীপ সাহার ৩৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। সাবরুমের জয়দেব মালাকার ২২ রান এবং সুরজ দাস একুশ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে জিরানিয়ার তুহিন দেবনাথ ২১ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সতীর্থ দীপজয় দেবনাথও ৫টি উইকেট পেয়েছে ১৭ রানের বিনিময়ে। সাব্রুমের পার্থ দেবনাথ ২৯ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেট তুলে নিয়েছিল।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে কমলপুরকে ইনিংসে হারানোর লক্ষ্যে উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় থেকে উদয়পুর আর মাত্র ২ উইকেট দূরে। তাও ইনিংস সহ বড় রানের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ কমলপুর কে হারানোর প্রহর গুনছে কমলপুরের ক্রিকেটাররা। উদয়পুর জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে যেন অবিচল।

লাগাতর দুই ম্যাচে জয় পেলে উদয়পুর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিতে পারবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। ডি-গ্রুপের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে উদয়পুর ১৫৭ রান থেকে এগিয়ে ২৩৬ রানে ইনিংস শেষ করলে ১৮৩ রানে দারুন লিড পায়। কমলপুর পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পঞ্চাশ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

কমলপুর এই মুহূর্তে ৭৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে তাদের আর মাত্র দুটি। উদয়পুরের রাজদীপ ঘোষ ও আফতাব চৌধুরীর বোলিং দাপটে কমলপুর প্রথম ইনিংস স্বল্প রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শনিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে কমলপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২১.৫ ওভার খেলে ৫৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। উদয়পুরের রাজদীপ ১৬ রানে পাঁচটি এবং আফতাব বিনা রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে উদয়পুর ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৬১ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল। উদয়পুরের পক্ষে ওপেনার প্রসেনজিৎ চন্দ্র দে-র ৫৪ রান এবং সোমদেব শীলের ৫২ রান উল্লেখযোগ্য।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কৈলাশহর দুই ম্যাচে হেরে পিছিয়ে শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত কৈলাসহর। আগরতলার বনেদি ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাব শতদল সংঘ পর পর দুই ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের। প্রথম ম্যাচে কৈলাশহর মৌচাককে ৭ উইকেটে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে আজ তিন উইকেটের ব্যবধানে শতদল সংঘ কে পরাজিত করে টানা দুটি জয়ের সুবাদে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শনিবার শতদল সংঘের গড়া প্রথম ইনিংসের ১০০ রানের জবাবে কৈলাশহর তাদের প্রথম ইনিংসে ১৯২ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে শতদল সংঘ বিরানব্বই রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে ১৩৩ সংগ্রহ করলে, জবাবে কৈলাশহর ১৮.৩ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় ৪২ রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে কৈলাশহরের অনিক দে দুর্দান্ত ৮৩ রান সংগ্রহ করে এবং বোলিংয়ে ২৭ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়ে শতদল সংঘের ছোটন মিয়া ২২ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। কৈলাশহরের আমন যাদব পেয়েছিল চারটি উইকেট ৪১ রানের বিনিময়ে।

সংহতিকে চাপে রেখে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে সোনামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে সোনামুড়া। প্রতিপক্ষ সংহতি। প্রথম ম্যাচে দুই দলই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছিল। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় সংহতিকে হারানোর লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে সোনামুড়া।

জয় থেকে সোনামুড়া আর মাত্র ১১৬ রান দূরে হাতে উইকেট রয়েছে তাদের নয়টি। খেলার বাকি পুরো একদিন। সংহতির বোলার-রা ভীষণভাবে জ্বলে না উঠলে হয়তো সোনামুড়া জয় ছিনিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার লক্ষ্যে আশা জিইয়ে রাখতে পারবে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডের ম্যাচে সংহতির প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত একানব্বই রানের জবাবে সোনামুড়া ১৮৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছিল। ৯৫ রানে পিছিয়ে থেকে সংহতি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে আজ রবিবার দুইদিন মিলিয়ে ৭৭.১ ওভারে ২৬৯ রানে। জয়ের লক্ষ্যে ১৬৫ রানের টার্গেট নিয়ে সোনামুড়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়।

ইতোমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিংয়ে সোনামুড়ার মিনহাজ আহমেদের ৪২ রান, সংহতির নীল দেববর্মার ৫২ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সোনামুড়ার রায়হান আহমেদ আরমান ২৯ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল।

মুস্তাফিজুর বিতর্কের মাঝে ভারতে বাংলাদেশের আম্পায়ার, নির্বিঘ্নে শুভমনদের ম্যাচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সরফুদ্দৌলা

মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না আসার অবস্থানে অনড়। জয় শাহের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সঙ্গে এখনও দড়ি টানাটানি চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। এর মধ্যেই ভারতে এসেছেন এলিট প্যানেলে থাকা বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা সৈকত। রবিবার ভারত-নিউ জিল্যান্ড প্রথম এক দিনের ম্যাচে তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন নির্বিঘ্নে।

ভারতে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য লিটন দাসের দলকে ভারতে পাঠাতে নারাজ বিসিবি কর্তারা। তাঁদের সেই আশঙ্কা যে সঠিক নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল রবিবার। ভারত-নিউ জিল্যান্ড এক দিনের সিরিজের অন্যতম নিরপেক্ষ আম্পায়ার বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা। চলতি বিতর্কের মধ্যেই ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার।

শুধু ভারতেই আসেননি শরফুদ্দৌলা, আইসিসির দেওয়া নির্দিষ্ট দায়িত্বও পালন করছেন তিনি।

ভারত-নিউ জিল্যান্ড এক দিনের সিরিজে জন্য দু'জন নিরপেক্ষ আম্পায়ারকে দায়িত্ব দিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা এবং ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ এসেছেন ভারতে। রবিবারের ম্যাচে ইলিংওয়ার্থ রয়েছেন মাঠে। শরফুদ্দৌলা তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বডোদরায় নির্বিঘ্নেই কাজ করছেন তিনি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়নি বাংলাদেশের আম্পায়ারকে।

ঢাকার বাসিন্দা শরফুদ্দৌলা এখনও পর্যন্ত ৩২টি টেস্ট, ১১৮টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং ৭৫টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহিলাদের ৪৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচেও দায়িত্ব সামলেছেন। বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসাবে জায়গা পেয়েছেন আইসিসির এলিট প্যানেলে।

শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ওপিসি টানা ২য় জয়ের লক্ষ্যে পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের প্রহর গুনছে পোলস্টার। পক্ষান্তরে ওপিসি অনেকটাই ব্যাকফুটে। ২৪৪ রানে পিছিয়ে থেকে ও পি সি শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে জিরানিয়াকে ইনিংস সহ ১৪ রানে হারানোর পর পোলস্টার শিবিরে খেলোয়ারদের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে ছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে দুদিনে খেলে পোলস্টার ৩৪৩ রানে ইনিংস শেষ করলে ওপিসি-র বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ২৮১ রানে লিড পায়। ওপিসি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করে। শনিবার প্রথম দিনের খেলা শেষে পোলস্টার ৬৭ রানে এগিয়ে ছিল। হাতে ছিল ৭ উইকেট। এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে ওপিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫৩.১ ওভার খেলে ৬২ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিলে পোলস্টার দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৪ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তিন উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপেনার স্নেহাশীষ পালের একাশি রান এবং অধিনায়ক বিশাল শীলের ৯৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। এর আগে আকাশ সরকার ৩০ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপিসি-র বেদব্রত বনিক ২৮ রান পায়। পোলস্টারের অনিরুদ্ধ পাল পাঁচ রানে ৫টি উইকেট এবং অধিনায়ক বিশাল শীল ১২ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নেয়। তবে ওপিসির সুপ্রতিম আলী ৯৬ রানের বিনিময়ে একাই ছটি উইকেট তুলে নেয়।

চ্যালেঞ্জের সামনে ব্লাডমাউথ টানা ২য় জয়ের লক্ষ্যে চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ব্লাড মাউথ ক্লাব। এদিকে, জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার প্রহর গুনছে চলমান সংঘ। পক্ষান্তরে ব্লাড মাউথ কিছুটা ব্যাকফুটে। ১৮৬ রানে পিছিয়ে থেকে ব্লাড মাউথ চ্যালেঞ্জের সম্মুখে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে শান্তিরবাজার কে ১৪৭ রানে হারানোর পর চলমান সংঘের শিবিরে খেলোয়ারদের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে ছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে দুদিনে খেলে চলমান সংঘ দুই ইনিংসে যথাক্রমে ১৪০ ও ২২১ রান সংগ্রহ করে আপাতত ব্লাড মাউথ থেকে ১৮৬ রানে এগিয়ে রয়েছে। এই ম্যাচে ব্লাড মাউথকে জয়ী হতে হলে তাদের আরও ১২৭ রান প্রয়োজন। ক্রিকেট আঙ্গিনায় বিষয়টা তেমন অসম্ভব নয়। তাদের হাতে আরও ৮ উইকেট বর্তমান। খেলার বাকি পুরো একদিন। শনিবারে ম্যাচ শুরুতে চলমান সংঘের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ১৪০ রানের জবাবে ব্লাড মাউথ দুই দিন মিলিয়ে ১৫৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে ১৮ রানের লিড পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে চলমান সংঘ ২২১ রান সংগ্রহ করলে ব্লাড মাউথের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২০৪ রানের। এমতাবস্থায় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮ উইকেট ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ১৭ রান সংগ্রহ করতেই দুই উইকেট হারিয়ে ফেলে। ব্যাটিংয়ে ব্লাড মাউথের জয় দেববর্মার ৫৩ রান এবং বোলিংয়ে ময়ূখ চৌধুরীর ৪৩ রানে পাঁচ উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য।

স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর। তাও একই রকম ভাবে অর্থাৎ প্রথম ম্যাচের মতোই ইনিংস সহ ৭৯ রানের ব্যবধানে। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস টুর্নামেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আমবাসাকে ইনিংস সহ ২২৫ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে সম ভাবেই ইনিংস সহ ৭৯ রানের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গকে পরাজিত করেছে। রানীরবাজার স্কুলগ্রাউন্ডে শনিবারে শুরু হওয়া ম্যাচে স্ফুলিঙ্গের প্রথম ইনিংসের ৫৯ রানের জবাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দুদিন মিলিয়ে খেলে ২৪৬ রানে ইনিংস শেষ করলে দারুন লিড পায়। পক্ষান্তরে স্ফুলিঙ্গ ১৮৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে একই রকম ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ৪৩.৫ ওভার খেলে ১০৮ টানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ইনিংস সহ ৭৯ রানে জয় পায়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর স্নেহাল দত্ত ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত শতক এবং বোলিংয়ে ১২ রানে ৫ উইকেট দখল করার মধ্য দিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া আরিয়ান কুমার সিংহের একান্ন রান, চন্দ্র স্নাত গোস্বামী দুই ইনিংসে ২৯ রানের বিনিময়ে নয় উইকেট দখল বেশ উল্লেখের দাবি রাখে। স্ফুলিঙ্গের বিনিত দাস সর্বাধিক ৩৩ রান পেয়েছিল।

বাংলাদেশকে ছাড়াই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি? বিসিসিআই কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ

ভারতের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে আসবে কিনা তা নিয়ে রীতিমতো টানাপোড়েন চলছে। এরই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিসিসিআই কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। রবিবার বরোদায় ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ চলাকালীনই ভারতীয় বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশ যদি নিতান্তই ভারতে খেলতে না আসে, তাহলে বিকল্প কী বন্দোবস্ত হতে পারে, তা নিয়েই আলোচনা হবে ওই বৈঠকে।

ভারতে এসে বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয়। নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে ইতিমধ্যেই আইসিসিকে গোটা দুয়েক চিঠি লিখেছে বিসিবি। প্রথম চিঠির জবাবে জয় শাহর আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, শেষমুহূর্তে ভেন্যুবদল সম্ভব নয়। ভারতে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। শোনা যাচ্ছে, দ্বিতীয় চিঠিরও ওই একই রকম জবাব আইসিসি দেবে বাংলাদেশ বোর্ডকে। আইসিসির যুক্তি, বিসিবি শুধু মুখেই নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথা বলছে। কিন্তু আদতে কোনও যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে, আইসিসি মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় চিঠির দাবিও নাকচ করে দেওয়া হবে।

ঠিক এই আবহে ভারতীয় বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে আইসিসির চেয়ারম্যানের বৈঠকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বাংলাদেশকে ছাড়াই বিশ্বকাপের কথা ভাবা হচ্ছে? মনে করা হচ্ছে, রবিবারের বৈঠকের পরই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আইসিসির শীর্ষকর্তা বাংলাদেশ খেলতে আসবে ধরেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন বিসিসিআইকে। আর যদি শেষ পর্যন্ত বিসিবি অনড় থাকে তাহলে তাঁদের বাদ দিয়ে কীভাবে বিশ্বকাপ করা সম্ভব সেটা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। অবশ্য সবটাই জল্পনার স্তরে।

ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। একটা বিষয় মোটামুটি নিশ্চিত, বাংলাদেশের চাপে মাথা নোয়াবে না আইসিসি। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ম্যাচগুলির সূচি বদলানো হবে না। ম্যাচের দিন দল না নামালে বাংলাদেশ পয়েন্ট পাবে না। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে তারা ওয়াকওভার দিয়েছে। বাকি দলগুলোকে জয়ী হিসেবে পয়েন্ট দেওয়া হবে। এর আগে ২০০৩-র বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে যেতে রাজি না হওয়ায় ওয়াকওভার দিয়েছিল ইংল্যান্ড। আর একটা সম্ভাবনা হচ্ছে, বাংলাদেশ সরে গেলে অন্য দলকে নিয়ে নেওয়া হবে। যেমন ২০১৬ সালে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া খেলতে না যাওয়ায় সেই জায়গায় আয়ারল্যান্ডকে নেওয়া হয়েছিল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতই বাজি সৌরভের, প্রথম বার কোচ হয়ে অনেক কিছু শিখছেন প্রাক্তন অধিনায়ক

সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতীয় স্পিনারদের উপর ভরসা রাখলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকাপে স্পিনারদের মধ্যে বরুণ চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

শনিবার বোল্যান্ড পার্কে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের ম্যাচ ছিল। ম্যাচের পর বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, "ঘরের মাঠে ভারতের বিশ্বকাপ খেলার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। ভারত সব সময়ই আমার প্রিয় দল। তাদের শক্তিশালী হল স্পিন আক্রমণ। বরুণ চক্রবর্তী যদি সুস্থ থাকে, তা হলে দলের সব দিক থেকেই ভাল হবে।" ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মাটিতে হবে বিশ্বকাপ। তাই জন্য দলে চার জন নিয়মিত স্পিনারকে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া, একাধিক স্পিনার-অলরাউন্ডারও রয়েছেন দলে। স্পিনারদের মধ্যে দলে রয়েছেন বরুণ, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। সৌরভ এই প্রথম কোনও দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি জানান, এই কাজের মাধ্যমে আরও নতুন কিছু শিখতে চান। তিনি বলেন, "আমার জীবনে প্রথম বারের মতো কোচ হিসাবে কাজ করছি। তবে আমি এটা উপভোগ করছি। আসলে, আমি পার্থ জিন্দালের (দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-মালিক) খুব ঘনিষ্ঠ। তাই তিনি আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি তাতে রাজি হয়ে যাই।" তাঁর সংযোজন, "এই নতুন দায়িত্ব থেকে আমিও শিখছি। আমি যত ম্যাচই খেলি না কেন, বা যত ম্যাচেই অধিনায়কত্ব করি না কেন, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি কোচিং করাচ্ছি এবং এর থেকে আমি নিজেও শিখছি।" শনিবার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ২১ রানে পার্ল রয়্যালসকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। এটি ছিল তাদের টানা দ্বিতীয় জয় এবং কোচ সৌরভ স্বাভাবিক ভাবেই খুশি। ম্যাচের পর তিনি বলেন, "আপনি যখন কোনও বড় প্রতিযোগিতায় খেলেন, তা বিশ্বকাপ হোক, আইপিএল হোক বা দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ লিগ

আর্থিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা! বিশ্বকাপের আগে লিটনদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত রাখল ভারতের সংস্থা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কোথায় খেলবে তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি ঠিকই। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা সমস্যায় পড়েছেন। সাম্প্রতিক বিতর্কের আবহে বাংলাদেশের একাধিক ক্রিকেটারের সঙ্গে স্পনসরশিপ সংক্রান্ত চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারতীয় সংস্থা। ফলে আর্থিক ক্ষতির সামনে বাংলাদেশের ওই ক্রিকেটারেরা।

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা 'এসজি' বাংলাদেশের বেশ কিছু ক্রিকেটারকে স্পনসর করে। তার মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলের অধিনায়ক লিটন দাস, মোমিনুল হকেরা রয়েছেন। আপাতত সেই চুক্তি স্থগিত রাখা হয়েছে। এসজি-র এক কর্তা বলেছেন, "ওদের স্পনসরশিপ চুক্তি নতুন করে সই হওয়ার কথা ছিল। ভারত এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং ক্রিকেটীয় সমস্যার জন্য তা আপাতত থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

শুধু তাই নয়, গত বছর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পর ভারতের আর এক ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা 'এসএস' বাংলাদেশের চার-পাঁচ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে।

এতে ভাল রকম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ওই ক্রিকেটারেরা। দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি না হলে পরিস্থিতি বদল হওয়ার আশা নেই।

ক্রিকেটারেরাই শুধু নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেট শিল্পও সমস্যার মুখে পড়েছে। এক সূত্র বলেছেন, "ক্রিকেটারদের চুক্তি স্থগিত হয়েছে তো বটেই। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের ক্রিকেট শিল্পও বেশ সমস্যায়। বাংলাদেশে গত ছ'মাস ধরে কোনও রকম ক্রিকেট সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে না এসজি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় তৈরি খেলাধুলোর পোশাক এসজি-সহ ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় বিক্রি করা হত। গত এক বছরে সেই সংখ্যাও যথেষ্ট ভাবে কমে গিয়েছে।"

বাংলাদেশের ক্রীড়াশিল্পে ক্ষতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সে দেশের একাধিক ব্যবসায়ী। লাভের আশায় তাঁরা চাইছেন, দ্রুত দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি হোক।

চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

সরকারি নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরকালে চুরাইবাড়ির গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রবেশদ্বারগুলির পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। সেখানে মোটর ভেহিকেল চেকপোস্ট ইউনিট ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি চুরাইবাড়ি থানাও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে স্টোন ক্রেশার ইউনিট পরিদর্শন করেন।

স্টোন ক্রেশার ইউনিটগুলি ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা সঠিকভাবে মেনে চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন এবং এ বিষয়ে জেলাশাসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেন।

পরে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগরের কামেশ্বরস্থিত অয়েল ডিপো পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় প্রমুখ।

চুড়াইবাড়ি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে অভিযোগ আসছিল যে বড় বড় যানবাহনে নির্ধারিত মাপের তুলনায় অতিরিক্ত পাথর বোঝাই করে পরিবহণ করা হচ্ছে।

এদিন সরেজমিনে গিয়ে তিনি কয়েকটি এমন যানবাহন প্রত্যক্ষ করেছেন বলেও জানান। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, তিনি কারও ব্যবসার ক্ষতি করতে চান না, তবে সরকারি নিয়ম মেনে কাজ করতেই হবে। অতিরিক্ত পাথর বোঝাই করে পরিবহণের ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বিষয়টিতে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেন।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী সদ্য প্রয়াত ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান। পরে তিনি ধর্মনগর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন তিনি। বৈঠকে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি নির্বাচনকে সামনে দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অহংকারহীনভাবে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে। ২৮ টি সিটের মধ্যে ২৮ টি আসনেই জয়লাভ করার লক্ষ্যে কর্মী সমর্থকদের কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী এদিন।

দামছড়ায় রিয়াং ব্রু পুনর্বাসন গ্রাম পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরার মিজোরাম সীমান্ত সংলগ্ন দামছড়া এলাকার খাহামথাই পাড়ায় অবস্থিত রিয়াং ব্রু পুনর্বাসন গ্রামে রবিবার দুপুরে পরিদর্শনে যান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই পুনর্বাসন গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা ও সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ২১ বছর ধরে আর্থ-সামাজিক নানা সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এই গ্রামে বসবাসকারী রিয়াং ব্রু শরণার্থীরা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে একাধিক মৌলিক অধিকার থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার কারণে প্রশাসনিক পরিষেবার আলো পৌঁছয়নি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত রিয়াং ব্রু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সমস্যার কথা সরাসরি মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি, শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের সমস্যা বিশেষভাবে উঠে আসে আলোচনায়।

মন্ত্রী মনোযোগ সহকারে গ্রামবাসীদের বক্তব্য শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন, যাতে এই পুনর্বাসন গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের মৌলিক চাহিদা পূরণে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তিনি আশ্বাস দেন, বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রিয়াং ব্রু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে কোনওরকম ঘাটতি রাখা হবে না।প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী দিনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সরকারি প্রকল্পগুলির সুফল প্রত্যন্ত এই গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার পর প্রশাসনের এই সক্রিয় ভূমিকা নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে খাহামথাই পাড়ার রিয়াং ব্রু পুনর্বাসন গ্রামের মানুষের চোখে।

স্বদেশী মেলা মানে স্বদেশী ভাবনায় আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: স্বদেশ প্রেম জাগরিত হলে দেশ, রাজ্য ও সমাজ এগিয়ে যাবে। এ লক্ষ্যেই এই স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এতে রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প উদ্যোগী ও স্বসহায়ক দলগুলি উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বদেশী পণ্য বাজারজাতকরণ ও ক্রয়, বিক্রয় বাড়ানোর জন্য ভোকাল ফর লোকালের ডাক দিয়েছেন। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত স্বদেশী মেলার তৃতীয় সন্ধ্যায় সম্মানিত অতিথির ভাষণে একথা বলেন। আগরতলা পুর নিগম স্বদেশী মেলার আয়োজন করেছে। ৫ দিনব্যাপী মেলা চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই মেলা দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা রয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় পণ্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা ও স্বদেশী পণ্য ক্রয় করে স্ব-উদ্যোগীদের উৎসাহিত করা ও ক্ষমতায়ন করা।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা আগরতলা পুর নিগম প্রথমবারের মতো এই স্বদেশী মেলার আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্বদেশী মেলা মানে স্বদেশী ভাবনায় আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। স্বদেশী মেলার মাধ্যমে আমরা স্বদেশী পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারবো। তিনি বলেন, আমরা নিজে আত্মনির্ভর হলে রাজ্যও আত্মনির্ভর হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস নিয়েছে। রাজ্য সরকার ইউনিটি মল গড়ার প্রয়াস নিয়েছে। স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যাগণ ও রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীগণ যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি এই স্বদেশী মেলার সফলতা কামনা করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, আজ আমরা আত্মনির্ভর ভারত গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। রাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি স্বসহায়ক দল রয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত এই স্বসহায়ক দলগুলিকে ১৫ হাজার কোটি টাকার লোন দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক লাখপতি দিদি রয়েছেন। তিনি বলেন, দেশ আজ কৃষি, রাবার, চা, খেলাধুলা, মেট্রো রেল পরিষেবা প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত শুধু স্লোগান নয়, আমরা চাই সকল পরিবারের স্বনির্ভরতা। রাজ্যের প্রতিটি পরিবার স্বনির্ভর হলেই দেশ তথা রাজ্য আত্মনির্ভর হবে।

তিনি রাজ্যের উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজ্য হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প, আগর চাষ, চায়ের জন্য নিলাম কেন্দ্র স্থাপন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, কৃষির উন্নয়ন, এম.এস.এম.ই, , মেক ইন ইন্ডিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ভোকাল ফর লোকালের ডাক দিয়েছেন। আগরতলা পুরনিগম এ উদ্দেশ্যে এক নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। আজ হাজার হাজার মানুষ এতে শামিল হয়েছেন। তিনি বলেন, গুজরাটের লোকাল প্রোডাক্ট আজ সারা দেশে বাজারজাত হচ্ছে। প্রায় ১১টি দেশ এই প্রোডাক্ট আজ ক্রয় করছে। তিনি বলেন, এই স্বদেশী মেলা রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, মেলা মানে মিলন। এতে পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। তিনি বলেন, এই স্বদেশী মেলায় অগণিত ক্রেতা বিক্রেতার উপস্থিতি প্রমাণ করে দিন দিন রাজ্যে স্বদেশী পণ্যের কদর বাড়ছে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম গান পরিবেশন করা হয়। এছাড়া গুরুকুল নৃত্যকলা আশ্রমের শিল্পীগণ বন্দেমাতরম নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন, আগরতলা পুরনিগমের অতিরিক্ত মিউনিসিপাল কমিশনার মিহির কান্তি গোপ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের বিভিন্ন কার্যাবলির বিষয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা।

তেলিয়ামুড়ায় হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি: রবিবার সকাল ১১টা থেকে তেলিয়ামুড়া টাউন হল মাঠ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে এক ঐতিহাসিক "হিন্দু সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "সংগঠিত হিন্দু, সমর্থ ভারত", যা সমগ্র অনুষ্ঠানের দিশা ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সম্মেলনের সূচনা হয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। এরপর একে একে মঞ্চে উপস্থিত হন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও বক্তারা। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দময়ী আশ্রমের মহারাজ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। তাঁর বক্তব্যে তিনি হিন্দু সমাজের ঐক্য, আত্মচেতনা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সংগঠিত সমাজই একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত হিন্দু ধর্ম সংরক্ষক বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া। তাঁর বক্তব্যে তিনি হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় স্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংঘের প্রান্ত কার্যবাহক সেনাপতি রায়, বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় এবং বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে সমাজে সৌহার্দ্য, মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের উপর আলোকপাত করেন এবং এ ধরনের সম্মেলন সমাজকে সঠিক দিশা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি পাপড়ি ভট্টাচার্য ও সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস। তাঁরা সম্মেলনের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্মেলনে ধর্মগুরু থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী ও স্বয়ংসেবকবৃন্দের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে সম্মেলন এক মিলনমেলায় পরিণত হয় এবং সামাজিক ঐক্যের এক শক্তিশালী বার্তা সমাজে প্রেরণ করে। সার্বিকভাবে, এই ঐতিহাসিক হিন্দু সম্মেলন সমাজে সংগঠন, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্মার্ট মিটারে ৯২ হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল অসুস্থ চা বিক্রেতাবিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে আবেদন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : স্মার্ট মিটার বসানোর পর আকাশছোঁয়া বিদ্যুৎ বিল পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন এক ক্ষুদ্র চা বিক্রেতা। জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত প্রমোদনগর ভিলেজের ১ নং ওয়ার্ড মুসলিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা চা বিক্রেতা সহিদ মিয়ার বিদ্যুৎ বিল এসেছে ৯২,৬৫৬ টাকা।

দিন আনি দিন খাই অবস্থায় প্রমোদনগর বাজারে চা বিক্রি করে সংসার চালান সহিদ মিয়া। পরিবারের অভিযোগ, স্মার্ট মিটার লাগানোর পর হঠাৎ করেই এত বিপুল অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল আসায় তারা হতবাক। বিলের অঙ্ক দেখে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন সহিদ মিয়া। সহিদ মিয়া ও তার পরিবার দাবি করেছেন, তাদের দৈনন্দিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে এই বিলের কোনও মিল নেই। বিষয়টি নিয়ে তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েছেন এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করেছেন, যাতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় এবং ন্যায্য সমাধান করা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, স্মার্ট মিটার বসানোর পর এমন অস্বাভাবিক বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

উনকোটি জেলার অশান্তি নিয়ে বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি না দেওয়ার আহ্বান মন্ত্রী সুধাংশু দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: উনকোটি জেলায় সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় বিরোধী দলগুলিকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি অভিযোগ করেন, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার পরেও বিভিন্নভাবে চাঁদা সংগ্রহ ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঘটনার পর কংগ্রেস ও সিপিআইএমের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তাকে "মিথ্যা গুজব" বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ধরনের গুজব না ছড়িয়ে প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি দেখার জন্য বিরোধীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাস কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেস দল হিন্দু বিরোধী এবং সনাতন ধর্মের বিরোধিতার রাজনীতি করে আসছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি ভোটব্যাঙ্কের হিসাব করে না।

মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, এই ঘটনার মূল কারণ চাঁদা সংক্রান্ত নয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, একটি বাইকের সঙ্গে কাঠ বোঝাই একটি লরির ধাক্কা লাগে। এরপর কাঠগুলি চোরাই কি না, সেই প্রশ্ন তোলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে মসব্বীর আলী নামে এক ব্যক্তি এসে দাবি করেন যে কাঠগুলি তাঁর। এর জেরেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পর মসব্বীর আলীর পাড়ার কিছু লোক এসে স্থানীয় তিনজনের উপর হামলা চালায়। এরপর ঘটনাটি বৃহৎ আকার ধারণ করে।

এই সময় কে বা কারা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঢিল ছোড়ে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়াও মন্ত্রী জানান, ঘটনার সময় মসব্বীর আলীর একটি দোকান আংশিকভাবে পুড়ে যায় এবং দুটি ঘরে আগুন লাগানো হয়।

পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে তিনি জানান। গোটা এলাকায় এখন স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে। তাই বিরোধীদের কোনো ধরনের উস্কানি ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলেন মন্ত্রী।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতাপগড়ে যুব মোর্চার সুবিশাল বাইক র‍্যালি

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ -এর জন্মদিন। এই উপলক্ষে যুবসমাজের মধ্যে তাঁর আদর্শ ও ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে প্রতাপগড়ে এক সুবিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বিজেপি ১৩ নম্বর প্রতাপগড় মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই বাইক র‍্যালি ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব। বাইক র‍্যালিতে অংশ নেন দলের কর্মী-সমর্থক ও বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী।

র‍্যালিকে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। তার জন্মদিনকে সামনে রেখে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করে এই দিনটি উদযাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই এই বাইক র‍্যালির আয়োজন।

তিনি আরও বলেন, এদিনের র‍্যালির মাধ্যমে যুবসমাজকে নেশার করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে খেলাধুলা ও সুস্থ জীবনচর্চার দিকে ফিরে আসার জন্য সচেতন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দেশগঠনের বার্তা যুবসমাজের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বাইক র‍্যালি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এদিনের বাইক র‍্যালিটি প্রতাপগড় মণ্ডলের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়।

শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের রামপ্রসাদ পাড়ায় বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যোগদানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: আসন্ন এডিসি নির্বাচনে শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত এডিসি এলাকায় বিরোধী শূন্য করে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছে ৩৬শান্তির বাজার বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দরা। এরই মধ্যে দেখাযায় এডিসি এলাকায় বিগতদিনে যারা বিজেপি সমর্থীত ছিলো এবং ১৮ নির্বাচনে বিজেপিকে যারা ভোট দিয়েছে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকজনদের তিপ্রামথা নামক দল প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সেইসকল লোকজনেরা তিপ্রামথা দল থেকে অবহেলার স্বীকার হয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বিজেপিতে যোগদান করছেন। এই সকল লোকজনদের নিয়ে ও বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরিয়ে ৩৬ শান্তিরবাজার মন্ডলের ৩২ ও ৪৭ বুথে রামপ্রসাদ পাড়ায় এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। আজকের এই যোগদানসভায় বিরোধী দল থেকে ২০ পরিবারের ৬৪ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন।

শিমুলতলীতে হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে বাধা, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

কুমারঘাট, ১১ জানুয়ারি: ফটিকরায় থানাধীন শিমুলতলী এলাকায় সংঘটিত ভয়াবহ হিংসা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বএমনই অভিযোগ উঠেছে।

আজ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছান কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা তথা বিধায়ক বিরজীৎ সিনহা এবং ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলা ও পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শিমুলতলী এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাধিক বসতবাড়ি, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আতঙ্কে বহু পরিবার ঘরছাড়া হন। ঘটনার পর থেকে এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে।

এই প্রেক্ষাপটে আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কংগ্রেস নেতৃত্বকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টিকে "গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ" বলে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন বিরজীৎ সিনহা।

তিনি বলেন, "হিংসার শিকার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলাই যদি অপরাধ হয়, তাহলে রাজ্যে গণতন্ত্র বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রশাসন কার স্বার্থে সত্য আড়াল করতে চাইছেসেই প্রশ্ন উঠছেই।" উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামানও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলো আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গেলে কংগ্রেসকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এটা শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতবাহী।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছেহিংসা কবলিত এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা দিয়ে প্রশাসন কী আড়াল করতে চাইছে? ক্ষতিগ্রস্তদের কণ্ঠ কি ইচ্ছাকৃতভাবেই রুদ্ধ করা হচ্ছে? শিমুলতলীতে এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নিরাপত্তার নামে কড়া পুলিশি পাহারা থাকলেও সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরেনি। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও ভূমিকা নিয়েই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব ২০২৫ পুরস্কার বিতরণ

১১ জানুয়ারি।। তারিখে আগরতলার মানিক্য এনক্লেভে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স "শুভ বিবাহ উৎসব" লাকি ড্র এবং মেগা লাকি ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ বিবাহ উৎসব ১৮ই নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বহু অফার ও আকর্ষণের সঙ্গে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল - যার মধ্যে ছিল সিমলা, জয়পুর এবং গোয়ায় ৩টি হানিমুন প্যাকেজের লাকি ড্র এবং থাইল্যান্ডের ফুকেতে হানিমুন প্যাকেজের ১টি মেগা ড্র। এই মাসের শুরুতে লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে কুপনগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমতি চাঁদনি চন্দ্রন, আইএএস, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উত্তর ত্রিপুরা- মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। লাকি ড্র বিজয়ীরা হলেন - ১. সুনীল সরকার, আমতলী (কুপনী ঙ১৭২৭)
২. ঝর্না সোম , কল্যাণপুর (কুপনী ঙ১৫০১) ৩. বিশ্বরাণী জামাতিয়া, উদয়পুর (কুপনী ঙ্গ ১০২৪) যারা যথাক্রমে সিমলা, জয়পুর ও গোয়া-তে "৩ রাত, ৪ দিনের হানিমুন প্যাকেজ" জিতেছেন।

এবং মেগা ড্র-এর বিজয়ী -
১. অস্মিতা সাহা, ধর্মনগর (কুপনী ঙ১২৮৮) থাইল্যান্ডের ফুকেতে "৩ রাত, ৪ দিন হানিমুন প্যাকেজ" জিতেছেন।

আজকের "পুরস্কার বিতরণী" অনুষ্ঠানে চারজন ভাগ্যশালী বিজয়ীদের তাদের পুরস্কৃত প্যাকেজগুলি তুলে দেওয়া হয়। কুপনগুলি পেয়ে সৌভাগ্যবান গ্রাহকদের মুখে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ফুটে উঠে, যা তাদের হয়ে সবকিছু বলেছিল।

আজকের অনুষ্ঠানটি আনন্দ এবং উদযাপনের পরিবেশে ঘেরা ছিল। "শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের "শুভ বিবাহ উৎসব", এই বছর আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের সমর্থন ও উৎসাহের কারণে উনিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে", বলেন অর্পিতা সাহা, ডিরেক্টর, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান ও তাদের আনন্দময় ছুটি উপভোগ ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কামনা করেন।

এক আনন্দময় উজ্জ্বল পরিবেশের মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas